Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 22, 1432 Bangla, February 05, 2026, Thursday, No. 36, 56th year

H I G H L I G H T S

Home Affairs Adviser Lt Gen (retd) Jahangir Alam Chowdhury has said there is "no such thing as mob violence" in country. Police are working without fear & the election will be peaceful. [Jago FM: 21]

Some leaders of 'secret organization' became new tyrants just like autocrats. Mothers and sisters of the country are not safe from them--- commented BNP Chairman Tarique Rahman. [Jago FM: 21]

Bangladesh Jamaat-e-Islami has unveiled its election manifesto ahead of upcoming national polls, declaring that it will prioritise 26 issues & make 10 broad commitments. [BBC: 03]

Islami Andolan Bangladesh has unveiled its manifesto for the 13th national election. The party said it will prioritise Shariah, or Islamic law, in state governance if it comes to power. [BBC: 08]

Police have filed a case against 2 individuals including a local Jamaat-e-Islami leader, for allegedly making illegal seals for the upcoming 13th parliamentary elections in Lakshmipur. [BBC: 09]

Questions have been raised about whether interim govt. is rushing to sign agreements with various countries, including an agreement with US on tariff issues & defense agreements with China & Japan. [BBC: 14]

There are various discussions going on regarding rules & regulations for entering cantonment after a conversation between on-duty army personnel and Jamaat-e-Islami's Dhaka-17 constituency candidate at an entrance to Dhaka Cantonment went viral. [BBC: 07]

Many believe that the failure to disclose the assets despite assurances will leave room for suspicions about the members of interim govt. They set a poor precedent for future governance, says economist Dr. Debapriya Bhattacharya. [BBC: 10]

According to Human Rights Support Society, 195 people have been killed in political violence and 259 in mob violence and mass beatings in Bangladesh in the last 17 months. [BBC: 09]

Political violence has continued to rise alarmingly across country ahead of national election, with casualties nearly tripling in January compared to previous month, according to Ain o Salish Kendra. [DW: 19]

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২২, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ০৫, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ৩৬, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, "মব ভায়োলেন্স বলে কোনো কিছু নেই। পুলিশের মধ্যে কোনো ভীতি কাজ করছে না। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে। [জাগো এফএম: ২১]

স্বৈরাচারের মতোই গুপ্ত সংগঠনের ব্যক্তিরা নতুন জালেমে পরিণত হয়েছে, যাদের কাছে দেশের মা-বোনেরা নিরাপদ নয় --- মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ২১]

মোট ২৬টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ১০টি প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করলো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। [বিবিসি: ০৩]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইশতেহার ঘোষণা করছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। ক্ষমতায় এলে শরিয়া আইনের সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছে তারা। [বিবিসি: ০৮]

লক্ষ্মীপুরে আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য অবৈধ সিল বানানোর অভিযোগে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাসহ দুইজনের নামে মামলা করা হয়েছে। [বিবিসি: ০৯]

শুল্ক ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এবং চীন-জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতার উদ্যোগে নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাড়াহুড়ো করছে কিনা, এমন প্রশ্ন উঠেছে। [বিবিসি: ১৪]

সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনের একজন প্রার্থীর সাথে ঢাকা সেনানিবাসের একটি প্রবেশপথে দায়িত্বরত মিলিটারি পুলিশ সদস্যদের কথোপকথন ভাইরাল হওয়ার পর সেনানিবাসে প্রবেশের বিধি-বিধান বিষয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। [বিবিসি: ০৭]

সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করায় অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের নিয়ে সন্দেহ তৈরির অবকাশ রয়ে যাবে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। তারা আগামী দিনের রাজনৈতিক সরকারের জন্য একটা খারাপ উদাহরণ সৃষ্টি করলেন--- বলেছেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। [বিবিসি: ১০]

গত ১৭ মাসে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৯৫ জন এবং মব সহিংসতা ও গণপিটুনিতে ২৫৯ জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি নামের একটি মানবাধিকার সংগঠন। [বিবিসি: ০৯]

সংসদ নির্বাচন কাছে আসার সাথে সাথে দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়েই চলেছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র। সংস্থাটি জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে রাজনৈতিক সহিংসতায় হতাহতের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। [ডয়চে ভেলে: ১৯]

বিবিসি

জামায়াতের ইশতেহারের ঘোষণা, ২৬টি বিষয়কে অগ্রাধিকার ও ১০টি প্রতিশ্রুতি

মোট ২৬টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ১০টি প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হোটেলে ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে বলেছেন, "আমরা রাজনীতিতে বলি, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়। কিন্তু ৫৪ বছরে সেই স্লোগানের স্বাক্ষর দিতে পেরেছি?„ "এই বৈষম্য ৫৪ বছর আগেও ছিল। '৪৭ থেকে জাতির স্বাধীনতার সূচনা, এরপর বঞ্চনার শিকার হয়ে '৭১। তারপর দফায় দফায় গণ-অভ্যুত্থান। শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে চব্বিশে। '২৪-এ খুব সামান্য দাবি ছিল।„ "৪৭ না হলে ৭১ হতো না, ৭১ না হলে ২৪ পেতাম না। একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। ইশতেহার কেবল দলীয় কর্মসূচি না, বরং জাতির প্রতি দলের পরিকল্পনা, এটি একটি জীবন্ত দলিল।„ "আমাদের ইশতেহারে আমরা জনগণের আকাঙ্ক্ষা, পরামর্শ চেয়েছি,„ বলেন তিনি। জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানসহ দলের শীর্ষ নেতারা ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও গণমাধ্যম কর্মীরাও সেখানে আছেন। এই নির্বাচনি ইশতেহারের নাম দেওয়া হয়েছে "নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশের ইশতেহার।„ জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে জনপ্রত্যাশা বাস্তবায়নে বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও সাধারণ মানুষের মতামত নিয়ে তৈরি করা ইশতেহারে ২৬টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। `একটি নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ, গড়ার প্রত্যয়ে `চলো সবাই একসাথে গড়ি বাংলাদেশ, স্লোগানকে সামনে রেখে ইশতেহারে ১০টি মৌলিক প্রতিশ্রুতির মধ্যে পাঁচটি 'হ্যাঁ' এবং পাঁচটি 'না' রয়েছে। `হ্যাঁ,-এর মধ্যে রয়েছে সততা, ঐক্য, ইনসাফ, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান। `না,-এর মধ্যে আছে- দুর্নীতি, ফ্যাসিবাদ, আধিপত্যবাদ, বেকারত্ব ও চাঁদাবাজি। `জাতীয় স্বার্থে আপোশহীন বাংলাদেশ, এই স্লোগানকে সামনে রেখে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আপোশহীন রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতিসহ ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও যুবকের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইশতেহারে। ইশতেহার প্রণয়নে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পেশার ২৫০-এর বেশি বিশেষজ্ঞের সমন্বয় তৈরি করা জনগণের মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জামায়াতের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নির্বাচনি ইশতেহারে যে-সব অঙ্গীকার করেছে জামায়াতে ইসলামী

সমসাময়িক বিশ্বের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার এবং পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা। দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রেখে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদার পূর্ণ সংস্থানের নিশ্চয়তা। যাতায়াত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং রাজধানীর সঙ্গে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর সড়ক/রেলপথের দূরত্ব পর্যায়ক্রমে দুই-তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনা। দেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও ঢাকার অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনা। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জনা স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিত করা। ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপে চলমান বিচার ও সংস্কার কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পুনর্জন্ম রোধ করা। সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মজীবন ও পর্যায়ক্রমে সব নাগরিকদের আন্তর্জাতিক মানের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

যারা নতুন জালিম হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে, তারা ভুয়া সিল-ব্যালট ছাপাচ্ছে : তারেক রহমান

"বাংলাদেশে এক নতুন জালেমের আবির্ভাব হয়েছে। এই নতুন জালেমদেরকে মানুষ গুপ্ত হিসেবে চিনে। এই জালেমদের নেতা দুইদিন আগে প্রকাশ্যে বাংলাদেশের নারীদের বিষয়ে অত্যন্ত কলঙ্কিত শব্দ ব্যবহার করেছে,„ দেশব্যাপী নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের বিভাগ বরিশালে নির্বাচনি জনসভায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে এই মন্তব্য করেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বুধবার বরিশালের বেলসপার্ক এলাকায় ওই জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে তিনি আরও বলেন, "যেই ব্যক্তির তার দেশের মা-বোনদের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, যেই দলের নেতা-কর্মীদের নিজের দেশের মা-বোনদের কষ্টের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মান নেই, তাদের কাছ থেকে আর যাই হোক, বাংলাদেশ কখনো অগ্রগতি আশা করতে পারে না, কোনো মর্যাদামূলক আচরণ আশা করতে পারে না।„ জামায়াতের লোকজন ভুয়া সিল ও ব্যালট তৈরি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। "গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কিছু খবর দেখতে পাচ্ছি। যারা নতুন জালেম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যাদেরকে বাংলাদেশের মানুষ গুপ্ত হিসেবে চেনে, আমরা দেখেছি কীভাবে তাদের লোকেরা ভুয়া সিল ছাপাচ্ছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি, তাদের পরিচিত যে-সব প্রেস আছে, সেখানে ভুয়া ব্যালট ছাপাচ্ছে, যেগুলো তারা পকেটে করে নিয়ে যাবে।„ জামায়াতের কর্মীরা নারী ভোটারদের এনআইডি নম্বর ও বিকাশ নম্বর নিচ্ছে বলেও দাবি করেন তারেক রহমান। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

দুষ্ট লোকদের দুষ্টামির প্রতিবাদ করি : জামায়াত আমির

এক্স আইডি হ্যাকের দাবি টেনে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, "আমি ওই সমস্ত দুষ্ট লোকদের দুষ্টামির প্রতিবাদ করি। আমার পিছে লেগে গেছে।" "চারদিন আগে আমার এক্স আইডি হ্যাক করে যা, তা এখান থেকে চালিয়ে দিয়েছে। এক একটা দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে নাইরে নাইরে নাইরে বলে„- এই দাবি করে তিনি বলেন, জামায়াতের সাইবার টিম এ ব্যাপারে শক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সত্য সামনে এসেছে। কুড়িগ্রামে নির্বাচনি প্রচারকালে তিনি সবক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দেন। "আমরা মায়েদের কথা দিচ্ছি, এ দেশে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চত করা হবে, জামায়াতে ইসলাম ক্ষমতায় আসলে এ দেশে আর নারীরা ধর্ষণের শিকার হবে না। আপনাদের রাস্তাঘাট, কর্মস্থল সব জায়গায় শতভাগ নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করব। যে দেশে মায়েদের কোনো নিরাপত্তা নেই, সে দেশ আমার হতে পারে না। আমরা জাতি-ধর্ম দেখব না। সব ধর্মের নারীদের সম্মান করা আমাদের বড় দায়িত্ব।" এক্ষেত্রে তারা জাত-ধর্ম দেখবেন না বলে জানান জামায়াত আমির। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

জামায়াত প্রার্থীর মৃত্যুতে শেরপুর-৩ আসনে নির্বাচন স্থগিত

শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. নুরুজ্জামান বাদলের মৃত্যুর কারণে এই আসনে নির্বাচন স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বুধবার শেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তরফদার মাহমুদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসসের এক খবরে বলা হয়েছে। তিনি জানান, শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. নুরুজ্জামান বাদলের মৃত্যুতে আসনটিতে নির্বাচন স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। এই আসনটিতে নির্বাচনের জন্য পুনরায় তফশিল ঘোষণা করা হবে। ফলে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২৯৯টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে কিডনিজনিত অসুস্থতায় হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় মারা যান মো. নুরুজ্জামান বাদল। তিনি জামায়াতে ইসলামী শেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

এবার জামায়াত সেক্রেটারির এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাকের দাবি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের এক্স (আগের টুইটার) আইডি হ্যাকিংয়ের শিকার হওয়ার দাবি করার পর, এবার দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ারের এক্স হ্যান্ডেল হ্যাকড হয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে দলের পক্ষ থেকে। হ্যাকিংয়ের পর তার আইডি থেকে `দুর্বৃত্তরা, আপত্তিকর পোস্ট দিয়েছে বলে জানানো হয়েছে দলের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে। দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের বরাতে গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক পোস্টে জানানো হয়, "ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে একের পর এক জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে সাইবার হামলা চালানো হচ্ছে।„ তিনি আরও বলেন, দুষ্কৃতিকারীরা রাত ৮টা ৩১ মিনিটের দিকে অ্যাকাউন্টটিতে ডিভাইস হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে একটি পোস্ট দেয়। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সোশ্যাল মিডিয়া টিমের নজরে আসলে সঙ্গে সঙ্গে তা ডিলিট করা হয়। এ বিষয়ে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এর আগে, কর্মজীবী নারীদের বিষয়ে করা একটি পোস্ট নিয়ে তুমুল শোরগোলের মধ্যে জামায়াত আমির ও তার দল জানায়, জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্টটি শনিবার বিকেলে কিছুক্ষণের জন্য হ্যাক হয়েছিল এবং সেই সময়ের মধ্যেই ওই পোস্টটি করা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নরসিংদীতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে স্কুল শিক্ষার্থী নিহত

নরসিংদীর রায়পুরায় এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে এক স্কুল শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মজিবুর রহমান খবরটি বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় এখনো কেউ কোনো মামলা করেনি। ওসি বলেন, আজ সকালের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে। এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের বিষয় নেই। পুরোটাই এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হয়েছে। নরসিংদীর স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ওই এলাকায় এক পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন হানিফ মাস্টার এবং অপর পক্ষের নেতৃত্বে রয়েছেন এরশাদ মিয়া। আজ সকাল ৬টার দিকে এরশাদ মিয়ার অনুসারীরা হানিফ মাস্টারের অনুসারীদের বাড়িতে গিয়ে হামলা চালায়। এ সময় হানিফ মাস্টারের অনুসারীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সংঘর্ষ চলাকালে ওই স্কুল শিক্ষার্থী সেখানে ছিল। এ সময় এক ব্যক্তির ছোড়া গুলিতে ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। নিহত কিশোরের নাম মুস্তাকিম মিয়া। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে আরও তিনজন গুলিবিদ্ধ হন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

মব ভায়োলেন্স বলতে কোনো কিছু নাই : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

"মব ভায়োলেন্স বলতে কোনো কিছু নেই। পুলিশের মধ্যে কোনো ভীতি কাজ করতেছে না,„ বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আজ বুধবার বিকেলে রাজশাহী কারা প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি মিলনায়তনে

সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে আয়োজিত এক আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগ দেওয়ার পর তিনি এসব কথা বলেন। এবারের নির্বাচনে সহিংসতার "কোনো সম্ভাবনা নেই„ জানিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনে দেশব্যাপী সেনাবাহিনীর এক লাখ সদস্য, নৌবাহিনীর পাঁচ হাজার সদস্য, এয়ারফোর্সের সাড়ে তিন হাজার সদস্য এবং ৩৭ হাজার বিজিবি সদস্য থাকবে। এছাড়াও, কোস্টগার্ডে প্রায় চার হাজার, পুলিশ দেড় লাখ, র‍্যাব থেকে নয় হাজার ও আনসার সদস্য থাকবে পাঁচ লাখের বেশি। এদের সবার সহযোগিতায় আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণভাবে ও উৎসবমুখর পরিবেশে হবে বলে মনে করেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

নারীর কর্মঘণ্টা কমানো ও নিরাপত্তাসহ আরো যা আছে জামায়াতের ইশতেহারে

কর্মজীবী নারীদের কর্মঘণ্টা তিন ঘণ্টা কমানোর যে বক্তব্য নিয়ে নানা রকম আলোচনা-সমালোচনা এর আগেও তৈরি হয়েছিল, সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে নির্বাচনি ইশতেহারে রেখেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতি ও চাঁদাবাজিমুক্ত একটি ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনেরও ঘোষণা দিয়েছে দলটি। বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হোটেলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার ঘোষণা করে জামায়াতে ইসলামী। ইশতেহার ঘোষণার আগে, দলটির আমির শফিকুর রহমান বলেন, "আমরা বেকারভাতা নয়, যুবকদের হাতে কাজ তুলে দেবো। চা শ্রমিকদের জন্য ইনসাফ করা হবে। একজন চা শ্রমিকের সন্তান যেন একদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন।„ সেই সাথে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পাহাড়ি-বাঙালি দূরত্ব ও বৈষম্য দূর করতে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন দলটির আমির। ইশতেহারে দলটি বলেছে, আগামীতে জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে সততা, ঐক্য, ইনসাফ, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আর এর বিপরীতে দুর্নীতি, ফ্যাসিবাদ, আধিপত্যবাদ, বেকারত্ব ও চাঁদাবাজিমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করবে। ইশতেহারে জামায়াত জানিয়েছে, আগামীতে সরকার ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্র পরিচালনায় ২৬টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ইশতেহারে আলাদা করে ৪১ দফা প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেছে দলটি। জামায়াতে আমির জানান, সারা দেশের কয়েক লাখ মানুষের মতামত, বিশেষজ্ঞ টিমসহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া পরামর্শের ভিত্তিতে এই ইশতেহার প্রস্তুত করেছে দলটি।

অগ্রাধিকারে ২৬টি দফা

বুধবার জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ইশতেহারে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ২৬টি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে-

১. 'জাতীয় স্বার্থে আপোশহীন বাংলাদেশ' এই স্লোগানের আলোকে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থে আপোশহীন রাষ্ট্র গঠন।

২. বৈষম্যহীন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক একটি মানবিক বাংলাদেশ গঠন।

৩. যুবকদের ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া।

৪. নারীদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র গঠন।

৫. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে মাদক, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি নিরাপদ রাষ্ট্র বিনির্মাণ।

৬. সকল পর্যায়ে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন।

৭. প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও স্মার্ট সমাজ গঠন।

৮. প্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি ও শিল্পসহ নানা সেক্টরে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি সরকারি চাকরিতে বিনামূল্যে আবেদন, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ।

৯. ব্যাংকসহ সার্বিক আর্থিক যাতে সংস্কারের মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে এনে বিনিয়োগ ও ব্যবসা বান্ধব টেকসই ও স্বচ্ছ অর্থনীতি বিনির্মাণ।

১০. সমানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতির নির্বাচনসহ সুষ্ঠু নির্বাচনি পরিবেশ তৈরি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করে সুসংহত ও কার্যকর গণতন্ত্র নিশ্চিত করা।

১১. বিগত সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় হওয়া খুন, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা।

১২. জুলাই বিপ্লবের ইতিহাস সংরক্ষণ, শহিদ পরিবার, আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা।

১৩. কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষকদের সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টি করা।

১৪. ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত খাদ্য নিরাপত্তা এবং 'তিন শূন্য ভিশন (পরিবেশগত শূন্যতা, বর্জ্যের শূন্যতা এবং বন্যা-ঝুঁকির শূন্যতা), বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'সবুজ ও বাংলাদেশ গড়া।

১৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিতে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান তৈরি।

১৬. শ্রমিকদের মজুরি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং মানসম্মত কাজের পরিবেশ, বিশেষ করে নারীদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ, সৃষ্টি করা।

১৭. প্রবাসীদের ভোটাধিকারসহ সকল অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দেশ গঠনে আনুপাতিক ও বাস্তবসম্মত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৮. সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু (মেজরিটি-মাইনরিটি) নয়, বরং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সকলের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পিছিয়ে থাকা নাগরিক ও শ্রেণি-গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা।

১৯. আধুনিক ও সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং গরিব ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

২০. সমসাময়িক বিশ্বের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার এবং পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা।

২১. দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বেধে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদার পূর্ণ সংস্থানের নিশ্চয়তা।

২২. যাতায়াত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং রাজধানীর সাথে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর সড়ক/রেলপথের দূরত্ব পর্যায়ক্রমে দুই-তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনা। দেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও চাকার অভ্যন্তরীণ যাতায়াতব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনা।

২৩. নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিত করা;

২৪. ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপে চলমান বিচার ও সংস্কার কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পুনর্জন্ম রোধ করা;

২৫. সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মজীবন ও পর্যায়ক্রমে সকল নাগরিকদের আন্তর্জাতিক মানের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

২৬. সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ কল্যাণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

জামায়াত আমির মি. রহমান বলেন, "আমাদের ইশতেহার হলো জনবান্ধব, ব্যবসা বান্ধব, শান্তি বান্ধব ও শৃঙ্খলা বান্ধব। আমরা বেসরকারি ব্যবসাকে বেশি উৎসাহিত করতে চাই। যেখানে শিল্প মালিকরা হবেন দেশের আইকন। তাদের আমরা শিশুর মতো যত্ন নেবো"।

নারীর কর্মঘণ্টা, নিরাপত্তা- শ্রম ও কর্মসংস্থান

ইশতেহার ঘোষণার আগে ও পরে আগামীর বাংলাদেশ পরিচালনায় দলটির অঙ্গীকার তুলে ধরে দুটি ভিডিও উপস্থাপনা দেওয়া হয়। এতে নির্বাচনে জয়ী হলে দলটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অঙ্গীকারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা হয়। জামায়াতে ইসলামী তাদের ইশতেহারে তৃতীয়ভাগে বেকারত্ব দূর করতে কর্মসংস্থান নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরে। যেখানে বলা হয়, বেকারত্ব দূর করতে সাত কোটি কর্মক্ষম যুবকের জন্য দুই ভাগে কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে এবং সেটি দেশে ও দেশের বাইরে দুই জায়গাতেই করা হবে। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরির জন্য পলিসি প্রস্তুত করার কথাও বলেছে দলটি। এজন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের কথাও ইশতেহারে তুলে ধরা হয়েছে। বিদেশে যেতে আগ্রহী বেকার জনশক্তিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, কম খরচে বিদেশে যাওয়ার জন্য আন্তঃসরকার চুক্তি, বিদেশ যাত্রায় ঋণ প্রদান ও ৫০ লাখ যুবকদের বিদেশে কর্মসংস্থানেরও পরিকল্পনা রয়েছে জামায়াতের। জামায়াত তাদের ইশতেহারে বলেছে, দলটি ক্ষমতায় আসলে নারীদের সম্মান রক্ষা করে নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। সেই সাথে মাতৃত্বকালীন সময়ে মায়েদের সম্মতি সাপেক্ষে কর্মঘণ্টা পাঁচ-এ নামিয়ে আনা হবে, তাদের সম্মতি সাপেক্ষে।

এ সময়ে জামায়াতে আমির শফিকুর রহমান বলেন, "নারীদের যেন চাকরি না ছাড়তে হয়, সেজন্য মায়েদের কর্মঘণ্টা কমানোর কথা বলেছি। অথচ এটা নিয়ে নানা কথা ছড়ানো হলো। আমরা নাকি নারীদের চাকরি করতে দিতে চাই না। আমরা চাই, অনেক নারী মা হওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দেন, তাদের যেন চাকরি না ছাড়তে হয়, সেজন্য কর্মঘণ্টা শিথিল করার কথা বলেছি।„ ইশতেহারে দলটি বলেছে, সরকারি চাকরির আবেদনের জন্য যে ফি নেওয়ার রীতি আছে, দলটি ক্ষমতায় এলে এই নিয়ম বাতিল করা হবে। এছাড়া, ব্যবসায়ী সমাজের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের অঙ্গীকারও করেছে দলটি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে যা বলা হয়েছে

জামায়াতের ইশতেহারে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে বেশকিছু পরিকল্পনার কথা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, দলটি ক্ষমতায় গেলে শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের সমন্বয়ে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। শিক্ষা বাজেট বাড়িয়ে জিডিপির ছয় শতাংশ করার কথাও তুলে ধরা হয়েছে ইশতেহারে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল কোনো শিক্ষার্থী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলে, বিনা সুদে প্রথম দুই সেমিস্টার ফি সরকার প্রদান করবে। আর দেশের

ভেতর দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাসে তিন হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। স্নাতক পর্যায়ে, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার এক লাখ মেধাবী শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা করে, সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সুদমুক্ত ঋণ দেওয়ারও ঘোষণা রয়েছে ইশতেহারে। স্কুল কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক নিয়োগ পদ্ধতি ও বেতন কাঠামো প্রচলন করা হবে। এছাড়া, সকল শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে উচ্চ গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছে দলটি। এই ইশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছে, জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো প্রাইমারি স্কুলের মতো সরকারি করা হবে। পরিমার্জন করা হবে কওমি শিক্ষা সিলেবাস। নারী শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে দলটি। এতে বলা হয়েছে, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে স্নাতক পর্যন্ত নারীরা বিনা বেতনে পড়াশোনা করতে পারবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ, শিক্ষায় সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়নসহ বেশকিছু পরিকল্পনার কথা রয়েছে ইশতেহারে। জামায়াতের ইশতেহারে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি। একদিকে যেমন কম খরচে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে পাঁচ বছরের নিচে ও ৬০ বছরের ওপরে সবাইকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার ঘোষণাও দিয়েছে দলটি। এছাড়া, পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যখাতের বাজেট তিনগুণ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সকল জেলায় পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপন করার কথা উল্লেখ আছে ইশতেহারে। জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, "কোনো জেলা যাতে বাদ না থাকে, ৬৪টি জেলায়ই মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করবে জামায়াত।„ (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

ক্যান্টনমেন্টে ব্যক্তিগত অস্ত্র বা গানম্যান নেওয়ার বিষয়ে বিধান কী?

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনের একজন প্রার্থীর সাথে ঢাকা সেনানিবাসের একটি প্রবেশপথে দায়িত্বরত মিলিটারি পুলিশ সদস্যদের কথোপকথন ভাইরাল হওয়ার পর সেনানিবাসে প্রবেশের বিধি-বিধান কিংবা নিয়ম-কানুন বিষয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে, বেসামরিক কেউ তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য নিজে লাইসেন্স করা অস্ত্র বহন কিংবা সরকার কিংবা সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া সশস্ত্র দেহরক্ষী বা গানম্যান নিয়ে সেনানিবাসে প্রবেশ করতে পারেন কি-না, সেই আলোচনাও সামনে আসছে। একই সাথে অনেকের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে যে, পুলিশ বা অন্য সরকারি সংস্থার কর্মকর্তারা সেনানিবাস এলাকায় নিজেদের অস্ত্র সাথে রেখে সেখানে প্রবেশ করতে পারেন কি-না, কিংবা সেনানিবাসে প্রবেশের সময় তারা অস্ত্র বা গানম্যান ব্যবস্থাপনা কীভাবে করেন। একইসঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে ওই প্রার্থীকে যাদের সঙ্গে তর্কে জড়াতে দেখা যাচ্ছে, সেই মিলিটারি পুলিশ কোন প্রক্রিয়ায় সেনানিবাসে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করেন, তা নিয়েও অনেকের মধ্যে কৌতূহল দেখা যাচ্ছে। সেনা আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেনানিবাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে মিলিটারি পুলিশ (এমপি) এর দায়িত্বরত সদস্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এমনকি সেনা কর্মকর্তারাও কেউ যদি তাদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন বা অমান্য করেন, তাহলে তিনিও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হবে না।

তাদের মতে, সেনানিবাসের সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এবং মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেট-এর নির্দেশনার সমন্বয়ের ভিত্তিতে এবং সে অনুযায়ী, সেনানিবাস একটি 'সংরক্ষিত এলাকা' এবং এর ভেতরে বেসামরিক কোনো ব্যক্তির অস্ত্র বা গানম্যান নেওয়ার সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মনজিল মোরসেদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, সেনানিবাসের ভেতর দিয়ে বেসামরিক মানুষ চলাচল করে, অনেক বেসামরিক লোকজন বসবাসও করে। কিন্তু সেখানে যে-কোনো ধরনের আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার বিষয়ে সেনা আইনই চূড়ান্ত। ভূমি বা অন্য কোনো বিষয়ে চাইলে কেউ সুপ্রিম কোর্টে রিট করতে পারে। "আবার সেনাবাহিনী যদি চায়, তারা কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে সামরিক আইনে বিচার করতে পারে, আবার চাইলে ফৌজদারি বিধিতেও সোপর্দ করতে পারে,„ বলেন তিনি।

এমপি প্রার্থীর সাথে কী হয়েছে

ঢাকা-১৭ আসনের জামায়াত দলীয় প্রার্থী এস এম খালিদুজামান মঙ্গলবার দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতা একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এতে তিনি বলেন, ঘটনাটি প্রায় এক মাস আগের এবং তিনি দাবি করেন যে, ইতোমধ্যেই বিষয়টির সমাধান হয়ে গেছে। 'প্রায় একমাস আগে সেনাবাহিনীর সাথে আমার ঘটে যাওয়া ভুল বুঝাবুঝি প্রসঙ্গে' শিরোনামে ওই ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "বেশকিছু দিন আগে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের গর্ব ও অহংকার, সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সেনাবাহিনীর দায়িত্বরত সদস্যদের সঙ্গে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম নেয়।„ তিনি আরও বলেন, "বিষয়টি ইতোমধ্যে সমাধান হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে একটি স্বার্থান্বেষী মহল এই সমাধানকৃত ইস্যুকে কেন্দ্র করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টা চালিয়ে পরিস্থিতিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। যাই হোক, উক্ত ঘটনার বিষয়ে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ভুল বুঝাবুঝি আর না হয়, সে ব্যাপারে আমি সচেষ্ট থাকবো ইনশাল্লাহ।„ তবে তিনি কিংবা সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে ঘটনাটি কবে হয়েছিল এবং এর সমাধান কীভাবে হলো, সেটি পরিষ্কার করা হয়নি।

কিন্তু ওই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় মি. খালিদুজ্জামানের সমর্থকদের অনেককে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, খালিদুজ্জামান মিলিটারি পুলিশের সাথে তর্ক করছেন, কিন্তু মিলিটারি পুলিশ তাকে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেও, গানম্যানকে অস্ত্রসহ প্রবেশ করতে অনুমতি দেননি।

এক পর্যায়ে মিলিটারি পুলিশ তাদের পদস্থ কর্মকর্তাকে ফোন দিতে দেখা যায় এবং সেই ফোনে তার সাথে মি. খালিদুজ্জামানকেও কথা বলতে দেখা যায়। সেখানে এক পর্যায়ে খালিদুজ্জামান বলেন, নির্বাচন কমিশন থেকে নিরাপত্তার জন্য তাকে গানম্যান দেওয়া হয়েছে। তিনি সেনাপ্রধানের কাছেও নালিশ করবেন বলে জানান। এ সময় তিনি কয়েকবার সেনা সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন এবং কিছু অফিসার ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ৫ আগস্টের পরে আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করছেন।„ তবে বারবার মিলিটারি পুলিশ তাকে বলছিল যে 'ক্যান্টনমেন্টে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ নিষেধ'।

সেনানিবাসে প্রবেশ সংরক্ষিত; অস্ত্র বিষয়ে নিয়ম কী

সেনা আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী দেশের সব সেনানিবাস সংরক্ষিত এলাকা এবং ওই আইন অনুযায়ী, ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সবকিছু পরিচালিত হয় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে। আর শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো সেনা সদরের অধীনে মিলিটারি অপারেশন্স ডাইরেক্টরের নির্দেশনা। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. বায়েজিদ সরোয়ার বলছেন, ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্টে নিরাপত্তা গাইডলাইন দেওয়া আছে এবং ভূমিসহ সেখানকার সবকিছুর ব্যবস্থাপনা ওই অ্যাক্টের আওতায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড করে থাকে। "স্টেশন কমান্ডার এর (ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড) গার্ডিয়ান। এছাড়া, সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে অনেকটা মেয়রের ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া, নিরাপত্তা বিষয়ে মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। অস্ত্র বা গানম্যান নিয়ে প্রবেশ করা যায় কি-না এবং এ বিষয়ক নিয়ম-কানুন কার জন্য প্রযোজ্য এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বেসামরিক যে কারও জন্য নিয়ম হলো অস্ত্র নিয়ে কেউ ঢুকবে না।„ এই নিয়ম কঠোরভাবে প্রতিপালনের উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, একুশে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যে-সব মন্ত্রী বা ভিআইপিরা সেনানিবাসে যান, তাদের গানম্যানরা সেনানিবাসের গেটে অবস্থান করেন এবং তাদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।

পুলিশ ও আনসারসহ সরকারি অন্য যে-কোনো সংস্থার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য যে অস্ত্র নিয়ে কেউ ভেতরে প্রবেশ করবে না। আর সেনানিবাসের ভেতরে অভ্যন্তরীণ বিধি-নিষেধ ও সামরিক আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো মিলিটারি পুলিশের। তারাই সেনানিবাসের অভ্যন্তরে যানবাহন চলাচলের শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তারা সম্পূর্ণ সামরিক চেইন অব কমান্ডের অধীনে কাজ করে। পুলিশ যদি কোনো সুনির্দিষ্ট তদন্ত বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে সেনানিবাসে প্রবেশ করতে চায়, তবে আগে থেকে সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে অস্ত্র ছাড়াই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে কোনো বিশেষ অভিযানে অস্ত্র বহনের প্রয়োজন হলে, সেটি সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে হয়ে থাকতে পারে। আরেকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম বলছেন, আর্মি সদর দপ্তরের সার্কুলার বাস্তবায়নে কাজ করে মিলিটারি পুলিশ। তিনি বলেন, সেনাপ্রধান নিজেও যদি নৌ বাহিনী সদর দপ্তরে যান, তাহলে তার সঙ্গে থাকা সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীদের গেটে অপেক্ষা করতে হয় এবং সেনাপ্রধান নিজেও অস্ত্র ছাড়া ঢুকবেন সেখানে- এটাই নিয়ম। "মন্ত্রীরা বা এই পর্যায়ের কেউ ভেতরে গেলে তার সাথে থাকা পুলিশের গাড়ি ও গানম্যান গেটে অপেক্ষা করবে। যার কাছে অস্ত্র থাকবে তিনি অবশ্যই গেটে থাকবেন। লাইসেন্সধারী ব্যক্তিগত অস্ত্র নিয়েও কেউ প্রবেশ করতে পারবে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তবে কোনো ব্যক্তি যদি সাথে অস্ত্র নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের রাস্তা ব্যবহার করে অন্য দিতে যেতে চান, তাহলে তিনি আগেই লগ এরিয়ায় অস্ত্র ও গোলাবারুদের তথ্যসহ প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য চিঠি দিতে পারেন। লগ এরিয়া মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ডাইরেক্টরেটের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। "কিন্তু সার্বিকভাবে গানম্যান গেটে অপেক্ষা করবে। এর কোনো ব্যত্যয় নেই। মিলিটারি পুলিশকে এটি নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত,„ বলছিলেন মি. ইসলাম। "ধরুন, রাত ১০টার পর কোনো সেনা কর্মকর্তা বের হচ্ছেন, মিলিটারি পুলিশ সেটি রিপোর্ট করতে পারে। কর্তৃপক্ষ যদি বলে কোনো সামরিক যান আজ বাইরে যাবে না, তাহলে সব অফিসার তা মানতে বাধ্য। মিলিটারি পুলিশ কোনো সামরিক যানকে সেদিন বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেবে না। মনে রাখতে হবে, মিলিটারি পুলিশ সেনা সদরের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ক্ষমতায় এলে শরিয়ার প্রাধান্য থাকবে, নির্বাচনি ইশতেহারে ইসলামী আন্দোলন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইশতেহার ঘোষণা করছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। সেখানে অনেকগুলো বিষয়ের পাশাপাশি, ক্ষমতায় এলে শরিয়া বা ইসলামি আইনের সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছে তারা। আজ বুধবার বিকাল পৌনে ৩টার দিকে ঢাকার পুরানা পল্টনে অবস্থিত আইএবি মিলনায়তনে ইশতেহার ঘোষণা

অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। দলের ইশতেহারে যে-সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো- নির্বাচনে জয়লাভ করলে তারা ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করবে, রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় শরিয়ার প্রাধান্য দেবে, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি দলের দায়বদ্ধতা থাকবে, সকল জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে, ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন করে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন '১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য' থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। এ সময় ২৬৮ আসনে দলীয় প্রার্থীদের এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতির কথাও জানায় দলটি। পরে তারা ২৫৯টি আসনে প্রার্থী দেয়। দলের প্রার্থীরা হাতপাখা প্রতীকে নির্বাচনে লড়ছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

কুষ্টিয়ায় 'ভোট চাওয়া নিয়ে' বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষ

কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে 'ভোট চাওয়াকে কেন্দ্র করে' আজ বুধবার সকালের দিকে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। খোকসা থানার ওসি মো. মোতালেব হোসেন বিবিসিকে বাংলাকে জানান, এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজন 'সামান্য' আহত হয়েছে। তারা এখন খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি আছেন। যদিও বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে আহতের সংখ্যা অন্তত পাঁচ থেকে সাতজন বলা হচ্ছে। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি বলে জানিয়েছেন থানার ডিউটি অফিসার।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

`ভোটের সিল, বানানোর ঘটনায় লক্ষ্মীপুরে জামায়াত নেতাসহ দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা

লক্ষ্মীপুরে আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য অবৈধ সিল বানানোর অভিযোগে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাসহ দুইজনের নামে মামলা করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুর সদর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হুমায়ুন কবির বাদী হয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে এ মামলা করেন। ওই থানার ওসি ওয়াহিদ পারভেজ বিষয়টি বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেন। ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সিল বানানোর খবর পেয়ে তারা ম্যাজিস্ট্রেটসহ মারইয়াম প্রেস নামে একটি দোকানে যান। সেখানে ছয়টি অবৈধ সিল পাওয়া যায়। পুলিশ ওই সিলগুলোসহ একটি মোবাইল ও কম্পিউটার জব্দ করেছে এবং মারইয়াম প্রেসের স্বত্বাধিকারী সোহেল রানাকে গ্রেফতার করেছে। ওই মামলার প্রধান আসামি সোহেল রানাই। ওসি বলেন, সোহেল রানা স্বীকার করেছে যে, "ওই সিলগুলো অর্ডার করেছে শরীফ হোসেন সৌরভ।„ তাই, তাকেও এই মামলায় আসামি করা হয়। কিন্তু তাকে এখনো গ্রেফতার করা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, শরীফ হোসেন সৌরভ লক্ষ্মীপুর সদর থানার চার নম্বর ওয়ার্ডের জামায়াতের সেক্রেটারি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

অন্তর্বর্তী সরকারের ১৭ মাসে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল উদ্‌বেগজনক

জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে গত ১৭ মাসে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৯৫ জন এবং মব সহিংসতা ও গণপিটুনিতে ২৫৯ জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি বা এইচআরএসএস নামের একটি মানবাধিকার সংগঠন। এই সময়ে "আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশের দায়িত্ব পালনে ভীতি ও অনীহা ছিল, যার ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ সামগ্রিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্‌বেগের সৃষ্টি হয়েছে„ বলে মনে করে সংগঠনটি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারা জানায়, এই ১৭ মাসে বাংলাদেশে নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন ৮৩৪ জন সাংবাদিক। এছাড়া, বিচারবহির্ভূত হত্যা, থানা ও কারাগারে মৃত্যুর বিষয়ে সংস্থাটির পক্ষ থেকে উদ্বেগ জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশি হেফাজত, নির্যাতন, গুলি, বন্দুকযুদ্ধ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ ইত্যাদি ঘটনায় ৬০ জন নিহত হয়েছে। এছাড়া, এই সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২ হাজার ৬১৭ জন নারী ও কন্যাশিশু। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশে বাধা প্রদান, রাজনৈতিক মিথ্যা মামলা ও গ্রেফতার নিয়মিত ঘটছে বলেও তারা জানায়। ১৫টি জাতীয় পত্রিকার প্রতিবেদন এবং নিজেদের তথ্যানুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদন তৈরির কথা জানিয়েছে এইচআরএসএস। ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন ও মাজারে হামলার ঘটনার উদ্বেগ জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কমপক্ষে ৫৬টি হামলার ঘটনায় একজন নিহত, ২৭ জন আহত, ১৭টি মন্দির, ৬৩টি প্রতিমা ও ৬৫টি বসতবাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর এবং ছয়টি জমি দখলের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া, সারা দেশে শতাধিক মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

ক্রিকেটার জাহানারা আলমের আনা যৌন হয়রানির অভিযোগের 'প্রাথমিক সত্যতা' পেয়েছে বিসিবি

জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও পেসার জাহানারা আলম নারী দলের সাবেক নির্বাচক ও ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির যে অভিযোগ এনেছিলেন, প্রাথমিকভাবে সেই অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বিসিবি আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়,

জাহানারা আলমের আনা সুনির্দিষ্ট চারটি অভিযোগের মধ্যে দুটির প্রাথমিক প্রমাণ স্বাধীন কমিটি পেয়েছে। তবে, বাকি দুটি অভিযোগের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে, মঞ্জুরুল ইসলামের সঙ্গে বিসিবির চুক্তিভিত্তিক মেয়াদ শেষ হয় ২০২৫ সালের ৩০ জুন। মূলত, ২০২২ সালের নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলাকালে দলের কয়েকজন কর্মকর্তার দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন জাহানারা আলম। গত বছরের শেষের দিকে ক্রীড়া সাংবাদিক রিয়াসাদ আজিমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৩২ বছর বয়সি এই ক্রিকেটার বলেন, সে সময় ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকা মঞ্জুরুল ইসলামসহ একাধিক কর্মকর্তা তার ও তার সতীর্থদের সাথে 'অশোভন আচরণ' করেছেন। জাহানারার দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত সেই বিশ্বকাপে মঞ্জুরুল ইসলাম প্রায়ই খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার নামে শারীরিকভাবে স্পর্শ করতেন, এমনকি আলিঙ্গন বা বুকে টেনে ধরতেন। যদিও ৪৬ বছর বয়সি মঞ্জুরুল ইসলাম অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ 'ভিত্তিহীন' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া এক বক্তব্যে তিনি বলেন, "সবই মিথ্যা। দলের অন্যান্য মেয়েদেরও জিজ্ঞেস করতে পারেন।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ এলিনা)

উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব কোথায়?

"বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমাদের সকল উপদেষ্টা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করবেন„ ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রথম ভাষণে বলেছিলেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। এরপর প্রায় দেড় বছর পেরিয়ে গেছে, শেষ হতে চলেছে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকাল। কিন্তু প্রকাশ করা হয়নি উপদেষ্টাদের কারো সম্পদের তথ্য। অথচ আওয়ামী লীগের টানা দেড় দশকের শাসনামলে যেভাবে একের পর এক দুর্নীতি ও লুটপাটের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেটির অবসান ঘটবে বলেই প্রত্যাশা করেছিলেন অনেকে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এক ধরনের প্রত্যাশা জন্মেছিল যে, অধ্যাপক ইউনূসের সরকার বাংলাদেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটতে দেখা যায়নি। উল্টো, একাধিক উপদেষ্টা, তাদের পরিবারের সদস্য এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের নানান অভিযোগ উঠতে দেখা গেছে। "এটা খুবই দুঃখজনক। যারা জবাবদিহিতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসেছিলেন, তাদের কাছ থেকে এ ধরনের অস্বচ্ছ কর্মকাণ্ড দেশবাসী মোটেও প্রত্যাশা করেনি„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন দুর্নীতিবিরোধী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। স্বচ্ছতার নজির স্থাপনে অন্তর্বর্তী সরকারের এই ব্যর্থতা আগামীর বাংলাদেশে নেতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। "এরকম একটি অরাজনৈতিক সরকার, যেখানে বিশিষ্টজনেরা সরকারের ভেতরে রয়েছেন, তারা যখন জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও নিজেদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ না করে আগামী দিনের রাজনৈতিক সরকারের জন্য একটা খারাপ উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। আগামীর মন্ত্রী-আমলাদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ না করার একটা ওসিলা তৈরির সুযোগ করে দিয়ে গেলেন, যা আরও হতাশাজনক„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

আশ্বাস দেওয়ার পরও সম্পদের হিসাব প্রকাশ না করায় অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের নিয়ে সন্দেহ তৈরির অবকাশ রয়ে যাবে বলেও মনে করছেন কেউ কেউ। "অতীতের সরকারগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে এর একটাই কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। সেটা হচ্ছে, উপদেষ্টারা সম্ভবত অনেক অর্থবিত্তের মালিক হয়েছেন। সেই তথ্য প্রকাশ করলে মানুষ নানান আলোচনা করবে, প্রশ্ন তুলবে- এমন ভয় বা দুর্বলতা হয়ত তাদের মধ্যে কাজ করছে। তা না হলে সম্পদের তথ্য প্রকাশ করছেন না কেন?„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। উল্লেখ্য যে, গত ১৭ মাসে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে তিনজন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন এবং একজন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে সাবেক তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচনীয় হলফনামায় নিজের সম্পদের তথ্য প্রকাশ করেছেন। বাকিদের সম্পদের তথ্য এখনো আড়ালেই রয়ে গেছে।

নীতিমালায় কী আছে?

প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের ১ অক্টোবর উপদেষ্টাদের আয় ও সম্পদ বিবরণীর বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করে সরকার। 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের আয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশের নীতিমালা, ২০২৪' শীর্ষক ওই নীতিমালায় দুটি ধারা রয়েছে। প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা ও সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখের পরের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার কাছে সম্পদ বিবরণী জমা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, জুন মাসে অর্থবছর শেষ হওয়ার পর থেকেই যে-কোনো সময় আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যায়। তবে বাংলাদেশে সচরাচর ৩০ জুনের মধ্যে রিটার্ন জমা দিতে হয়। তবে এ বছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআর নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কয়েক দফায় সময় বাড়ানোর পর সবশেষ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন জমার সুযোগ রেখেছে। এক্ষেত্রে উপদেষ্টাদের স্ত্রী বা স্বামীর আলাদা আয় বা সম্পদ থাকলে, সেগুলোর বিবরণীও প্রধান উপদেষ্টার কাছে একইসঙ্গে জমা দিতে বলা হয়। তথ্যগুলো হাতে পাওয়ার পর প্রধান উপদেষ্টা নিজ বিবেচনায় উপযুক্ত

পদ্ধতিতে সেসব তথ্য প্রকাশ করবেন বলে নীতিমালার দ্বিতীয় ধারায় উল্লেখ করা হয়। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা পরবর্তী সরকারের জন্য একটি উদাহরণ তৈরি করে দিয়ে যাবেন বলে আশা করেছিলেন অনেকে। "এই সরকারের উপদেষ্টারা নিজেরাই অতীতে লম্বা সময় ধরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা বলেছেন। ফলে আমরা আশা করেছিলাম যে, তারা সেটার একটা উদাহরণ সৃষ্টি করে যাবেন। সেই সুযোগ তাদের হাতে ছিল, যা এখন হাতছাড়া হতে চলেছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অধিকারকর্মী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা।

নীতিমালা করার পরও সেটি বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে সরকারের সদিচ্ছার অভাবকেই দায়ী করছেন কেউ কেউ। "সম্পদের তথ্য প্রকাশের যে ঘোষণা প্রধান উপদেষ্টা শুরুর দিকে দিয়েছিলেন, সেটা আসলে ছিল একটি মুখরোচক ঘোষণা। সোজা কথায় বললে, এক ধরনের স্টান্টবাজি বা লোক দেখানো পদক্ষেপ। এ বিষয়ে তারা আন্তরিক বলে মনে হয় না,"বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বিদেশে কত টাকা পাচার করা হয়েছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে একটি শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। ওই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। মি. ভট্টাচার্য বিবিসি বাংলাকে বলেন, "প্রতিশ্রুতি দিয়েও উপদেষ্টাদের সম্পদের তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশ না করে উনারা শেখ হাসিনার সরকারের মতোই আচরণ করেছেন, যা আমাদেরকে খুবই পীড়িত ও হতাশ করেছে।„

অনিয়ম-দুর্নীতির যত অভিযোগ

সরকার গঠনের দুই সপ্তাহের মাথায় ২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন অধ্যাপক ইউনূস। সেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে 'নতুন বাংলাদেশে' জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন তিনি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বছর না ঘুরতেই তার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের বিরুদ্ধেও অনিয়ম-দুর্নীতির একের পর এক অভিযোগ উঠতে থাকে। এর মধ্যে গত বছরের আগস্টে উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে 'সীমাহীন দুর্নীতির' অভিযোগ তুলে রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দেন সাবেক সচিব এবিএম আব্দুস সাত্তার। "আমাদের (সরকারি কর্মকর্তাদের) না হয় চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু যারা আন্দোলন করে আজকে চেয়ারে বসেছেন, অন্তত আটজন উপদেষ্টার আমি তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বোঝায় দিতে পারবো, আমার সচিব আছেন দুইজন, যে তারা (উপদেষ্টারা) সীমাহীন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত,„ ঢাকায় প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের এক অনুষ্ঠানে বলেন মি. সাত্তার, যিনি তখন বিএনপি চেয়ারপার্সনের একান্ত সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি আরও বলেন, "আগে তাদের (উপদেষ্টাদের সঙ্গে) কন্টাক্ট (যোগাযোগ) করা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পদে কোনো রকম নিয়োগ হবে না, কোনো বদলি হবে না। আমার কাছে প্রমাণ আছে, প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না।„ মি. সাত্তার যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন সামনে দর্শক সারিতে বসে থাকা সরকারের বর্তমান কর্মকর্তাদের "ঠিক, ঠিক„ ধ্বনি তুলে তাকে সমর্থন দিতে দেখা যায়। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ 'ভিত্তিহীন' বলে দাবি করা হয়। এছাড়া অভিযোগকারীর কাছে কোনো প্রমাণ থাকলে, সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

কিন্তু সরকারকে নিজ উদ্যোগে অভিযোগ তদন্তে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। এ ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চাঁদাবাজির একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শাম্মী আহমেদের বাসায় ঘটা ওই চাঁদাবাজির ঘটনায় তৎকালীন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ারও জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মি. ভুঁইয়া তখন বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেছিলেন, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে„ চাঁদাবাজির ঘটনায় তার নাম জড়ানো হয়েছে। এর আগে, মি. ভুঁইয়ার সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মোয়াজ্জেম হোসেন এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পিও) তুহিন ফারাবীর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পেয়ে অভিযুক্তদেরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও দেওয়া হয়। একইভাবে, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা আতিক মোর্শেদ, যিনি আগে তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ছিলেন, তার বিরুদ্ধেও দেড়শো কোটি টাকা আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠতে দেখা যায়। এসব অভিযোগের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু করার কথা জানানো হলেও, গত দশ মাসে সেটার কোনো অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়নি। উপদেষ্টারা দাবি করেছেন, অধীনস্ত কর্মকর্তাদের অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে তারা জড়িত নন। "কিন্তু মন্ত্রী বা উপদেষ্টার অধীনে কাজ করার সময় তার কোনো ব্যক্তিগত কর্মকর্তা যদি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লে, সেই দায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা উপদেষ্টাও কোনোভাবে এড়াতে পারেন না,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান।

গ্রামীণের সুযোগ-সুবিধা ঘিরে প্রশ্ন

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষমতায় থাকাকালে তার হাতে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, সেটা নিয়েও নানা সমালোচনা ও প্রশ্ন উঠতে দেখা যাচ্ছে। তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার দুই মাসের মাথায় গ্রামীণ ব্যাংককে ২০২৯ সাল পর্যন্ত কর অব্যাহতি দেওয়া হয়। ব্যাংকটিতে সরকারের যে ২৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব ছিল, সেটিও কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়। এর বাইরে, গ্রামীণের নামে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন, জনশক্তি রপ্তানির লাইসেন্স প্রদান এবং গ্রামীণ টেলিকমকে যে ডিজিটাল ওয়ালেট সেবা প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব„ রয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। "আগে যে রকম মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন, তাদের ব্যাপারে কোনো বিষয় উঠলে যে রকম খুব দ্রুতগতিতে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে যেত, এখন যদি আমরা প্রধান উপদেষ্টার বেলাতেও একই জিনিস দেখি, তাহলে পরিবর্তনের কী নমুনা এখানে হাজির হলো?" বিবিসি বাংলাকে বলেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। এ অবস্থায় কোন প্রক্রিয়ায় সুবিধাগুলো দেওয়া হয়েছে, সেটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা আসা প্রয়োজন বলে মনে করেন অনেকে। "কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণের প্রতিষ্ঠানগুলো সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, সেটি পরিষ্কার ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এটা না করলে প্রশ্নটা থেকেই যাবে,„ বলছিলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

তবে, গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ইউনূস কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করেননি বলে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় থাকাটাই প্রভাব বিস্তার করার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। "শেখ হাসিনার আমলে সেটার বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। প্রধান উপদেষ্টার ক্ষেত্রেও যে সেটা ঘটেনি, তার নিশ্চয়তা কে দেবে? বিশেষ করে, স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকার পরও যেভাবে তড়িঘড়ি করে গ্রামীণকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, সেটা ঘিরে প্রশ্ন তো থেকেই যায়,„ বলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

'এখনো সুযোগ আছে'

উপদেষ্টা ও তাদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসায় অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবমূর্তির সংকটে পড়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। "এসব ঘটনায় সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা যে কমছে, সেটা নিঃসন্দেহে বলা চলে,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর সেগুলো খতিয়ে না দেখে যেভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে, সেটি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এই অর্থনীতিবিদ। "আগের সরকারের মতো এই সরকারেরও একটা অস্বীকারের প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি। তারাও প্রশ্ন তোলা পছন্দ করে না। সমালোচনা করলে ট্যাগিং করতে চায়, যেটা হাসিনা সরকারের সময়ে দেখা যেত,„ বলেন অধ্যাপক মুহাম্মদ। উপদেষ্টাদের নিজেদের স্বার্থেই তাদের সম্পদের তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা। "এই সরকারে যারা উপদেষ্টা হিসেবে আছেন, তারা নিজেরাই আগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছেন। সাময়িক দায়িত্ব শেষে তারা নিশ্চয় আবারও যার যার পেশায় ফিরে যাবেন। সেজন্য উনাদের নিজেদের স্বার্থেই সম্পদের তথ্য প্রকাশ করা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি,„ বলেন অধ্যাপক লুৎফা। দেরি হলেও সেই সুযোগ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। "আমি মনে করি, অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এখনো সুযোগ আছে। চলে যাওয়ার সময়ও যদি উনারা এই তথ্যটা প্রকাশ করে যান যে, ক্ষমতাগ্রহণের সময় তাদের কাছে কী পরিমাণ সম্পদ ছিল এবং কতটুকু সম্পদ নিয়ে উনারা দায়িত্ব ছাড়ছেন, তাহলে আগামীর সরকারের জন্য সেটা একটা ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেতে পারবেন,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ভট্টাচার্য।

উপদেষ্টারা কী বলছেন?

আয় ও সম্পদের বিবরণী জমা দিয়েছেন কি-না, সেটা জানার জন্য বেশ কয়েকজন উপদেষ্টার সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। তারা সবাই দাবি করেছেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তারা নিজেদের আয় ও সম্পদের তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জমা দিয়েছেন। "এখন কবে সেটা প্রকাশ করা হবে, সেটা আমি বলতে পারবো না। আমার দায়িত্ব ছিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তথ্য জমা দেওয়া, আমি সেটা দিয়েছি। গতবছরও দিয়েছি, এবারও দিয়েছি,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার। নীতিমালায় বলা হয়েছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কাছে উপদেষ্টারা নিজেদের সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার পর সেসব তথ্য প্রকাশ করবেন প্রধান উপদেষ্টা। কিন্তু অধ্যাপক ইউনূসকে এখন পর্যন্ত সেটি করতে দেখা যায়নি। সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে উপদেষ্টাদের সম্পদের তথ্য প্রকাশ করা হবে কি-না, তা জানতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠার পর গতবছর আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া বলেছিলেন যে, পদত্যাগ করার আগে তিনি নিজেই সম্পদের তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশ করবেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি সেটা করেননি। তবে গত ডিসেম্বরে পদত্যাগ করার আগে তিনি বিবিসি বাংলার কাছে দাবি করেছিলেন যে, সরকারি বেতনের বাইরে তার অন্য কোনো আয় বা সম্পদ নেই। আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পদত্যাগের

সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ধারণা করা হচ্ছিল, আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এবং মাহফুজ আলম নির্বাচনে প্রার্থী হবেন। তখন নির্বাচনি হলফনামা থেকে তাদের সম্পদের তথ্য পাওয়া যাবে বলে অপেক্ষায় ছিলেন অনেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু-জনের কেউই প্রার্থী হননি। ফলে তাদের সম্পদের তথ্যও জানা যায়নি।

তবে, আরেক সাবেক ছাত্র উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনি হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মি. ইসলামের নিজের নামে কোনো বাড়ি-গাড়ি বা স্থাবর কোনো সম্পত্তি নেই। তবে তার ৩২ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে "উপদেষ্টা পদের বিপরীতে প্রাপ্ত বেতন থেকে সেভিংস, পূর্ববর্তী সেভিংস, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পাওয়া উপহার, স্বর্ণালংকারের মূল্য, ফার্নিচার এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের মূল্যের সমষ্টি। পাশাপাশি উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগের পর আয়কর পরিশোধিত ইনকামও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত,„ গত ৭ জানুয়ারি নিজের ফেসবুক পেইজে লিখেছেন নাহিদ ইসলাম। এর বাইরে, মি. ইসলামের স্ত্রীর নামে ১৫ লাখ টাকার সম্পদ রয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে, ২০২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সরকারের তথ্য উপদেষ্টার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন নাহিদ ইসলাম। তখন নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে তিনি জানান, উপদেষ্টার দায়িত্ব পাওয়ার পর সাত মাসে ১০ লাখ ৬ হাজার ৮০০ টাকা বেতন পেয়েছেন তিনি। খরচের পর তখন তার ব্যাংক হিসেবে ছিল ১০ হাজার টাকার মতো। "সেটি ছিল উপদেষ্টা পদে থাকাকালীন মোট আয়ের পর অবশিষ্ট নগদ অর্থ- মোট সম্পদের প্রতিফলন নয়। পরবর্তীতে সরকারিভাবে মন্ত্রীদের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ অর্থ একই অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ায়, ব্যালেন্স বৃদ্ধি পায়, যা হলফনামায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে,„ ফেসবুক পোস্ট উল্লেখ করেছেন মি. ইসলাম।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

সিসমোফোবিয়া কী? কম্পন শেষেও ভূমিকম্পের আতঙ্ক কেন হয়?

কোথাও দাঁড়িয়ে আছেন অথবা অফিসের চেয়ারে বসে কাজ করছেন। হঠাৎই মনে হলো যেন আশপাশের সবকিছু কাঁপছে কিংবা পায়ের নিচে দুলুনি অনুভব হচ্ছে। ভূমিকম্প ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, অথচ আশপাশে সবাই নীরব, পরে বুঝলেন ভূমিকম্প নয়। বাংলাদেশে সম্প্রতি ধারাবাহিক ভূমিকম্পের ঘটনায় অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। ভূমিকম্প না হলেও মাঝেমধ্যেই যেন মনে হচ্ছে সবকিছু দুলছে। ক্লিনিক্যাল ভাষায় এমন পরিস্থিতিকে বলা হয় সিসমোফোবিয়া বা ভূমিকম্প ভীতি। বাংলাদেশে গত ২১ নভেম্বর পাঁচ দশমিক সাত মাত্রার ভূমিকম্পের পর ২০ দিনের ব্যবধানে অন্তত ছয়টি আফটার শক অনুভূত হয়েছে। মঙ্গলবার ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে দুইটি ভূমিকম্প হয়েছে। এর মধ্যে রাত ৯টায় ৩৪ মিনিটে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল পাঁচ দশমিক নয়। ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় একটি বহুতল ভবনের ১২তলায় অফিস করেন বেসরকারি চাকরিজীবী তাসলিম তৌহিদ। নভেম্বরের ভূমিকম্পের পর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, "ওই দিনের আতঙ্ক আমাকে আজও ছাড়েনি। অফিসে থাকলে মাঝেমধ্যেই মনে হয় যেন পায়ের নিচে কেঁপে উঠলো।„ ধারাবাহিক ভূমিকম্পের ঘটনায় কিছুটা মানসিক ট্রমার মধ্যেই দিন কাটছে রামপুরার বাসিন্দা প্রিয়াংকা শিকদারের। তিনিও মাঝেমধ্যেই কম্পন অনুভব করেন। "বাসায় যখন ছোটো বাচ্চাটা নিয়ে একা থাকি, তখন বেশি আতঙ্ক কাজ করে,„ বলছিলেন মিজ শিকদার। এমন পরিস্থিতিতে চেয়ার একটু নড়লে কিংবা দূর থেকে ভারী ট্রাকের আওয়াজ এলেও আক্রান্ত ব্যক্তির বুক ধড়ফড় করে, মনে হয় সবকিছু ভেঙে পড়তে চলেছে।

সিসমোফোবিয়া কী?

একের পর এক ভূমিকম্পের ঘটনা বাংলাদেশের নাগরিক জীবনে নতুন এক আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় ভূমিকম্প না হলেও, আশপাশের আলোচনা কিংবা এ নিয়ে নানান ভাবনা যেন বাসা বেঁধেছে মানুষের মনে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই পরিস্থিতিকে সিসমোফোবিয়া বা ভূমিকম্প ভীতি বলেই উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ কম্পন শেষেও মনের মধ্যে কম্পন অনুভব করার এক কঠিন মানসিক অবস্থা। এর মাধ্যমে এক ধরনের পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বা পিটিএসডি প্রকাশ হতে পারে। সিসমোফোবিয়া হলো ভূমিকম্পের প্রতি মানুষের এক তীব্র, অযৌক্তিক এবং অনিয়ন্ত্রিত আতঙ্ক বা ভীতি। বিশেষজ্ঞরা এটিকে ক্লিনিক্যাল ফোবিয়া বা উদ্বেগজনিত ব্যাধি হিসেবেই বর্ণনা করছেন। সহজ ভাষায়, এটি শুধু ভূমিকম্পের স্বাভাবিক ভয় নয়, বরং এমন একটি মানসিক অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় উদ্‌বেগে ভোগে। যখন ভূমিকম্প হয় না, তখনও ক্রমাগত ভূমিকম্পের আশঙ্কা মনের অজান্তেই কাজ করতে থাকে। চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ভয়ের কারণে দৈনন্দিন ব্যক্তি জীবনের স্বাভাবিক কাজ বা ঘুম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তাদের মতে, সামান্য নড়াচড়া বা জোরে শব্দেও ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি, কাঁপুনি, শ্বাসকষ্ট বা প্যানিক অ্যাটাকের মতো তীব্র শারীরিক উপসর্গ তৈরি হতে পারে।

কেন এমন হয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পের কারণে মস্তিষ্কের গভীরে ভয়ের উৎপত্তি হয়। চরম অসহায়ত্বের এই অভিজ্ঞতা মানুষের মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা অংশটিকে (যা ভয় ও আবেগের কেন্দ্র) অতি-সক্রিয় করে তোলে। যার ফলে সামান্য ট্রিগারেও

শরীর বড় বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ তানভীর রহমান বলছেন, ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ট্রমা মস্তিষ্কে স্থায়ী বিপদ সংকেত তৈরি করে। এর ফলে সামান্য শব্দ বা নড়াচড়াকেও অনেক সময় জীবন-বিপন্নকারী হুমকি হিসেবে ধরে নেয় মস্তিষ্ক। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, আমাদের সব ভয়ই আসলে মৃত্যুর ভয় থেকেই আসে। ভূমিকম্পের সময় ভবন ভেঙে পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত, একদিকে এই চিন্তা, অন্যদিকে বারবার ভূমিকম্পের বাস্তব অভিজ্ঞতা মানুষের মনে একটা ফোবিয়া বা স্থায়ী আতঙ্কের রূপ নেয়।„ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পের পর এমন হওয়াটা কারো ক্ষেত্রে মানসিক আবার কারো ক্ষেত্রে শারীরিক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই অবস্থাকে পোস্ট আর্থকোয়েক ডিজিনেস সিনড্রোম বা পিইডিএস বলেও উল্লেখ করা হয়।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. মুশতাক হোসেন বলছেন, সিসমোফোবিয়া শারীরিক দুর্বল অবস্থার কারণেও হতে পারে। তবে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং ভূমিকম্প নিয়ে নানা আলোচনা ও প্রচারণার কারণে অনেকের মনেই এর প্রভাব স্থায়ী হয়। চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, যাদের শারীরিক কারণে এমন হয় তাদের ক্ষেত্রে এর একটি বড় কারণ হতে পারে কানের ভেতরে থাকা এন্ডোলিম্ফ নামক তরল, যা মানুষের শরীরের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। ভূমিকম্পের কারণে ঝাঁকুনি হওয়ার পর এই তরল কিছু সময়ের জন্য অস্থির অবস্থায় থাকে। কখনও কখনও এই তরলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য হারিয়ে যায়। যার ফলে কিছুটা বেশি সময়ে জন্য শরীরে দুলুনি অনুভূত হতে পারে। এছাড়াও, মিডিয়ার বারবার এবং গ্রাফিক্যাল কভারেজ, বিশেষ করে দুর্বল ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এই ভীতিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

সিসমোফোবিয়ার প্রভাব এবং প্রতিকার

সিসমোফোবিয়ার কারণে অনেকেই বেশ বড় সময়ের জন্য আতঙ্কিত সময় পার করেন। অনেক আক্রান্ত ব্যক্তির রাতের ঘুমও হারাম হতে পারে। এমনকি সামান্য ট্রিগারেই অনেকের মধ্যে প্যানিক অ্যাটাক, অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দনের গতি এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। তবে আশার কথা হলো, বেশিরভাগ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয় বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। মনোবিজ্ঞানী সৈয়দ তানভীর রহমান বলছেন, সিসমোফোবিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য এবং এর জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন। কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি বা সিবিটি থেরাপির মাধ্যমে, অযৌক্তিক এবং ভয় সৃষ্টিকারী চিন্তা-ভাবনাগুলোকে ধীরে ধীরে যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া, সিসমোফোবিয়ার চিকিৎসায় এক্সপোজার থেরাপির কথাও বলছেন বিশেষজ্ঞরা। যেখানে নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ পরিবেশে ভূমিকম্পের শব্দ বা ভিডিও,র মতো ভয়ের ট্রিগারের মুখোমুখি করানো হয়, যাতে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বুঝতে পারে যে, এই সংকেতগুলি নিরাপদ। মি. রহমান বলছেন, "প্রস্তুতিমূলক জ্ঞান ভূমিকম্পের সতর্কতা ও সুরক্ষার জন্য একটি সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি (যেমন, একটি সেফটি কিট তৈরি করা এবং ড্রিল) ভয়ের মূল কারণ, অর্থাৎ অনিশ্চয়তা, কমাতে সাহায্য করে।„

বারবার ভূমিকম্পের কারণে সিসমোফোবিয়া বা ভূমিকম্প ভীতি যেমন তৈরি হয়, তেমনি অনেকে মধ্যে এর ভয় কমিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক অভ্যস্থতার মধ্যেও চলে আসতে পারে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ড. মুশতাক হোসেন বলছেন, জাপানের মতো দেশগুলোতে ভূমিকম্প অনেক বেশি হওয়ায়, সেখানকার মানুষ এর সঙ্গে বেঁচে থাকা রপ্ত করেছে। যার ফলে এই ধরনের পরিস্থিতি অধিকাংশ মানুষের কাছে ভয়ের হলেও স্থায়ী ট্রমা তৈরি করতে পারে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের জন্য ভূমিকম্পের প্রস্তুতি, ভূমিকম্পের সময় করণীয় এমন বিষয়গুলো ড্রিল বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে যত বেশি পরিচিত বা অভ্যস্থতায় পরিণত করা যাবে, মানুষের মধ্যে এ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার মাত্রা অনেকটা কমে আসবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেষ বেলায় বিদেশিদের সঙ্গে বড় বড় চুক্তি, সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের যেখানে মাত্র আর কয়েকদিন বাকি রয়েছে, তখন শুল্ক ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এবং চীন-জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতার উদ্যোগে নিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাড়াহুড়ো করছে কিনা, এমন প্রশ্ন উঠেছে। এই সময় একটি বিদায়ী সরকারের এমন সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নিয়ে নির্বাচিত একটি সরকারের জন্য অপেক্ষা করা যেত কিনা, এমন আলোচনাও চলছে। শুল্ক ইস্যুতে ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে সময় দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, ওইদিনই চুক্তি স্বাক্ষরের আগ্রহের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ। এমন ঘোষণায় 'বিস্মিত' ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের অনেকেই। তারা বলছেন, নির্বাচনের মাত্র ক,দিন আগে এভাবে চুক্তি স্বাক্ষর না করে নির্বাচিত সরকারের জন্যও অপেক্ষা করা যেত। সরকারের এমন পদক্ষেপে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে দেশের রাজনৈতিক মহলেও। অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষাসহ যে-কোনো খাতের 'পলিসি ডিসিশন' নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের এখতিয়ার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেউ কেউ। রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে বলছেন, দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে একতরফা কোনো চুক্তি মেনে নেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে নির্বাচনের পর এসব চুক্তি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে কিনা, এমন সংশয় রয়েছে বলেই মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। বিশেষ করে, এসব চুক্তিতে 'নন ডিসক্লোজার' বা অপ্রকাশ্য শর্ত থাকা এবং এ নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সরকার তেমন আলোচনা না করায়, এর প্রতি সংশয় ও সন্দেহ রয়ে গেছে বলেও মনে করেন তারা। বেসরকারি

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বা সিপিডি এর সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলছেন, "রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অংশীজন এবং জনগণকে সব কিছু না হলেও, অন্তত মূল মূল বিষয়গুলো জানানো উচিত ছিল। কারণ ভবিষ্যতে তারাই এটি বাস্তবায়ন করবে।„ এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে চীন ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিকে 'চলমান প্রক্রিয়ার অংশ' বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান।

চুক্তি নিয়ে সংশয়-সন্দেহ কেন?

২০২৫-এর এপ্রিলে একশটি দেশের ওপর পাল্টা শুল্কের ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুরুতে বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করা হলেও, পরবর্তীতে ৩৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও দেন-দরবারের পর মার্কিন বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্কের হার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ ধার্য করে যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি এই হারের ওপর আরও কিছুটা ছাড় এবং খাতভিত্তিক সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। অন্যদিকে, এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজি, কৃষিপণ্যসহ বেশ কিছু পণ্য আমদানি এবং উড়োজাহাজ ও উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ কেনারও সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। শুল্ক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের আলোচনা এবং চুক্তির এই প্রক্রিয়ায় সংশয় বা সন্দেহের কারণ তৈরি করেছে দেশটির সঙ্গে হওয়া এনডিএ বা নন ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট।

গত বছরের ১৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট সই করে বাংলাদেশ। যেখানে এই চুক্তির বিষয়টি গোপন রাখার বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক চুক্তির আলোচনায় সরকারের একলা চলো নীতিতে এমনিতেই অসন্তোষ ছিল ব্যবসায়ী এবং অর্থনীতিবিদদের। এনডিএ চুক্তির পর যা আরো বাড়ে। এ নিয়ে নানা সমালোচনা করতেও দেখা যায় অনেককে। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলছেন, বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল শুল্ক ইস্যুতে আলোচনা করতে দুইবার যুক্তরাষ্ট্রে গেলেও বিজনেস কমিউনিটির অংশগ্রহণ ছিল না। "এই চুক্তিতে কী আছে, সেটাও আমাদের জানা নেই,„ বলেন তিনি। এছাড়া, নির্বাচনের আগে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না বলেও মনে করেন মি. আহমেদ। "বিশ্বজুড়ে একটা ট্রেড ওয়ার চলছে। এই মুহূর্তে লাস্ট মিনিটে এটা না করে সামনে নির্বাচন, পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের হাতে এটা ছেড়ে দেওয়াটা ভালো হতো,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। অবশ্য আলোচনার শেষ পর্যায়ে বিজিএমইএ এবং একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেছিল সরকার। এরপরও সংশয় এবং সন্দেহ রয়ে গেছে বলেই মনে করেন অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলছেন, নন-ডিসক্লোজারের কারণে যে আলোচনা হয়েছে, কিংবা যে-সব শর্ত বাংলাদেশ মেনে নিয়েছে, সেগুলো অজানাই রয়ে গেছে। "এটা তো গোপনীয় কিছু হওয়ার কথা ছিল না, তারপরও রাখা হয়েছে, আমরাও তো কিছু জানি না,„ বলেন তিনি।

এছাড়া নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সরকার কেন এই চুক্তি শেষ করতে চাইছে? এমন প্রশ্নের জবাবে মি. রহমান বলছেন, "শুরু থেকে আলোচনা ও দরকষাকষি করে এই সরকার যেহেতু শুল্কের হার ৩৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে আনতে পেরেছেন, এ কারণে তারা হয়ত এটি শেষ করে যেতে চান।„ চুক্তি হওয়ার পর ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকারের ক্ষেত্রে এতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হবে বলেও মনে করেন এই অর্থনীতিবিদ। তবে, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা কাঠামো চুক্তি বা টিকফা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভবিষ্যতেও আলোচনার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন মি. রহমান। তিনি বলছেন, শুল্ক চুক্তিতে "দুই পক্ষ ইচ্ছা করলে টিকফায় এ নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনা করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে রিভাইস করার প্রয়োজন হলে করা যাবে,„ এই বিষয়টি যুক্ত রাখা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া

শুল্ক ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি এবং চীন-জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সরকার চুক্তি নিয়ে তাড়াহুড়ো করছে বলেও মনে করেন নেতাদের অনেকে। মানুষের ভোটে নির্বাচিত না হয়েও এই সরকার রাষ্ট্রের নীতিগত অনেক সিদ্ধান্তই নিয়েছে বলে মনে করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অংশীজনদের সঙ্গে অন্তত আলোচনা করা উচিত ছিল বলেও মনে করেন তিনি। "ওনারা আইনও বানাচ্ছেন, এটা ওনাদের দায়িত্ব না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. টুকু। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি 'রুটিন ওয়ার্ক' হিসেবেই দেখছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। তবে, প্রতিরক্ষা চুক্তিসহ যে-সব চুক্তিতে সরকার স্বাক্ষর করছে, সেখানে বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কিনা, সেটি খতিয়ে দেখার কথা বলছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আজাদ। তিনি বলছেন, "সরকার তার রুটিন ওয়ার্কের মধ্যে এগুলো করতে

পারে। আমাদের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ রক্ষা করে কোনো চুক্তি হলে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো ভারসাম্যহীন বা একতরফা চুক্তি, কোনো দেশকে সুবিধা দেওয়া, এগুলোর ব্যাপারে আমাদের আপত্তি থাকবে।„

যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে সরকার

দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিরক্ষা খাতসহ বিভিন্ন খাতে একাধিক বড় উদ্যোগ নিয়েছে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্যে রয়েছে চীনের সঙ্গে জিটুজি চুক্তিতে ড্রোন কারখানা স্থাপন, পাকিস্তান থেকে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান ক্রয়, চীন থেকে জে-১০ সিই যুদ্ধবিমান ক্রয়, ইউরোপীয় কনসোর্টিয়াম থেকে ইউরোফাইটার টাইফুন ক্রয়, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সাবমেরিন ক্রয়, তুরস্ক থেকে টি-১২৯ অ্যাটাক হেলিকপ্টার এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্ল্যাক হক মাল্টিরোল হেলিকপ্টার ক্রয়। পাশাপাশি, প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে যুদ্ধজাহাজ বানৌজা খালিদ বিন ওয়ালিদের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি জাপানের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের চেষ্টা চলছে বলেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। এছাড়া, গত নভেম্বরে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় লালদিয়া টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালের সঙ্গে ৩৩ বছরের চুক্তি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ঢাকার কাছেই পানগাঁও নৌ টার্মিনাল ২২ বছর পরিচালনার জন্য চুক্তি হয়েছে সুইজারল্যান্ডের মেডলগ এসএ কোম্পানির সঙ্গে। চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের দায়িত্ব সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপিওয়ার্ল্ডের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও এগিয়েছে।

সম্প্রতি, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে চীন ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তিকে 'চলমান প্রক্রিয়ার অংশ' বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান। পরবর্তী সরকার এসব চুক্তি এগিয়ে না নিলে কী হবে, সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এটা হাইপোথিটিক্যাল প্রশ্ন। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া।„ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক চুক্তি ইস্যু নিয়ে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ৯ তারিখে সময় দেওয়া হয়েছে। ওই তারিখেই চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য এর অনুমোদন চেয়ে সামারি পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। এছাড়া, অনেকগুলো দেশের সঙ্গে এফটিএ বা ফরেন ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টের কথাও জানান, বাণিজ্য সচিব। বলেন, জাপানের সঙ্গে সব আলোচনা শেষ করে চলতি মাসের ৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গেও এ বছরের মধ্যে সমঝোতা চূড়ান্ত হবে বলে জানান তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভোটের মাঠেও 'নোয়াখালী বিভাগ চাই' দাবি তুঙ্গে

ভোটের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার-প্রচারণাও জমে উঠছে নোয়াখালীতে। জেলার বিভিন্ন আসনের ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, এতদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন পরিসরে নোয়াখালী বিভাগের যে দাবি ছিল, সেটি আরো জোরালো হয়ে উঠেছে নির্বাচনের আগে। রাজনৈতিক দলগুলোও ভোটে জিততে এই দাবিকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনছে। সর্বশেষ গত শুক্রবার নোয়াখালীতে একটি নির্বাচনি সমাবেশে জামায়াতের আমির যখন বক্তব্য রাখেন, তখন তিনিও ভোটারদের এই দাবির কথা তুলে ধরে তা পূরণের আশ্বাস দেন। এর বাইরেও সাধারণ ভোটারদের অনেকেই বলছিলেন, বিগত সময়ে নির্বাচনে জিতে অনেকেই মন্ত্রী কিংবা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। কিন্তু তারা এলাকার উন্নয়নে খুব একটা নজর দেননি। ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, বেকারত্বের সমস্যাসহ নানা অভিযোগের কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিও ছিল অনেকের। ভোটারদের সমর্থন পেতে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন প্রার্থীরা, তখন এসব দাবিকেই সামনে আনছেন ভোটাররা। এদিকে, আগে থেকেই বিএনপির শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত নোয়াখালী জেলা। দলের মধ্যে কোন্দল ও দুটি আসনে বিদ্রোহী থাকলেও, দলটির নেতাদের আশা, এবারের নির্বাচনে জেলার সবগুলো আসনেই জয় পাবে দলটি। অন্যদিকে, জামায়াত এনসিপি জোটও জোর প্রস্তুতি নিয়েছে নির্বাচন ঘিরে। শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু ভোট হলে এবারের নির্বাচনে চমক দেখাতে চায় জামায়াত জোট।

মাদক ও সন্ত্রাস নির্মূলের দাবি

প্রথমবারের মতো ভোটার হয়েছেন নোয়াখালী সদর উপজেলার কলেজ ছাত্রী সুমনা আক্তার তমা। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, নোয়াখালীর এই জনপদে দিনে দিনে বাড়ছে মাদকের প্রভাব, সেই সাথে নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। মিজ তমা বলছিলেন, এই মাদকের প্রভাবে একদিকে যেমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়েছে, সেই সাথে অনিরাপদ হয়েছে নারীদের চলাফেরা, যার ফলে ধর্ষণসহ বেড়েছে নানা অপকর্ম। "জীবনের প্রথম ভোট আমি এমন একজনকে দিতে চাই, যিনি কি-না সন্ত্রাসমুক্ত ও নারীর জন্য নিরাপদ এলাকা গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন,„ বলছিলেন মিজ তমা। এলাকার ভোটারদের অনেকেই প্রায় একবাক্যে এই সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরেছেন। নোয়াখালীতে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন নূরজাহান বেগম রিনি। তার মতেও, এখন নোয়াখালীর সবচেয়ে বড় সংকট হলো মাদক। "এখানে মাদক একদম ওপেন সিক্রেট হয়ে গেছে। ইয়াবা-গাজা এত সহজে পাওয়া যায়, যা যুব সমাজকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে এবং খুব সহজে টাকা রোজগারের পথও এখন মাদক,„ বলছিলেন তিনি। সেই সাথে আরো একটি সংকটের কথা বেশ

উদ্‌বেগের সাথেই তুলে ধরেছেন মিজ রিনি। তিনি বলছিলেন, এই এলাকার অনেক নারী ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় গার্মেন্টসে চাকরি করতেন। সম্প্রতি গার্মেন্টস বন্ধসহ ছাঁটাইয়ের কারণে অনেক নারীই কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। আর তাদের কেউ কেউ ঝুঁকে পড়েছেন দেহ ব্যবসার পথে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করা না গেলে সংকট বাড়বে বলে মনে করেন তিনি। প্রার্থীদেরও বিষয়গুলোতে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান।

জোরালো হচ্ছে নোয়াখালী বিভাগের দাবি

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার পর যে জুলাই সনদ তৈরি করেছে, সেখানে কুমিল্লা ও ফরিদপুরকে বিভাগ ঘোষণার প্রস্তাবও করেছে। এই বিষয়টি জুলাই সনদে যুক্ত হওয়ার পর সনদ স্বাক্ষরের দিন, ঢাকায় বিক্ষোভও করতে দেখা গেছে নোয়াখালী বিভাগের দাবিতে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারণা ও হাস্যরসও দেখা গেছে। তবে, এবারের নির্বাচনের আগেও সেই বিভাগ চাই দাবি আরো জোরালো হয়েছে ভোটারদের কাছ থেকে। নোয়াখালীর বিভিন্ন আসনের ভোটারদের সাথে কথা বললে তারাও একবাক্যে বলছেন, যে দলই ভোটে জিতুক, তারা যেন নোয়াখালী বিভাগের দাবি পূরণ করেন। তরুণ ব্যবসায়ী ইয়াসিন আরাফাতের সাথে কথা হয় শহরের প্রেসক্লাব এলাকায়। তিনি বলছিলেন, "দীর্ঘদিন ধরে আমাদের প্রাণের দাবি, নোয়াখালীকে বিভাগ করার। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দাবি পূরণে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো শক্ত অবস্থান আমরা দেখি নাই।„ এমন দাবিতে নোয়াখালীর বিভিন্ন জায়গায় এবং রাজধানী ঢাকা শহরেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেছে। কিন্তু সেই দাবি পূরণ না হওয়া ভোটারদেরও এ নিয়ে আক্ষেপ আছে। শিক্ষার্থী মুরশিদুর রহমান নামের এক তরুণ ভোটার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "নোয়াখালী মানুষের সবার আগে একটাই দাবি নোয়াখালী বিভাগ। এটা আমাদের প্রাণের দাবি। এই দাবি মানতে হবে যেই জিতুন নির্বাচনে।„ যেহেতু এই দাবিটি নির্বাচনের আগে বেশ জোরেশোরে আলোচনা হচ্ছে, সে কারণে প্রার্থীদের অনেকেই এ নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

নোয়াখালী সদর আসনের বিএনপির প্রার্থী ও দলটির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মো. শাহজাহান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এটা গণমানুষের দাবি। এই দাবির সাথে আমরাও একমত, দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নাই।„ গত শুক্রবার এই জেলায় নির্বাচনি জনসভা করেন জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান। তিনি একটি কাগজে লেখা এলাকাবাসীর ছয়টি দাবির কথা উল্লেখ করেন। সেখানে প্রথমেই ছিল নোয়াখালী বিভাগ দাবি। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, তাদের দল ক্ষমতায় গেলে এই দাবি পূরণে গুরুত্ব দেবে তার দল। জেলা জামায়াতের আমির মো. ইসহাক খন্দকার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা বিভাগের ব্যাপারে মানববন্ধন করেছি। আমাদের পরিকল্পনায় আছে, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নোয়াখালী বিভাগ করবো ইনশাল্লাহ।„

জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী দুটি দলই

নয়টি উপজেলা ও আটটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত নোয়াখালী জেলার ছয়টি আসন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সবগুলো আসনেই বিএনপি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে বিএনপি ও জামায়াত এনসিপি জোটের মধ্যে। গত নভেম্বরে দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা করে বিএনপি। এরপর কয়েকটি আসনে বঞ্চিত প্রার্থীদের সমর্থকদের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও নানা প্রতিবাদ কর্মসূচিও দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি অসন্তোষ দমানো যায়নি। যে কারণে ছয়টি আসনের মধ্যে নোয়াখালী-২ ও নোয়াখালী-৬ আসনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হয়েছেন দুইজন। যেটি নির্বাচনের মাঠে বিএনপির জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তার বলেও মনে করছেন ভোটারদের কেউ কেউ। যদিও বিএনপির দাবি, অনেক আগে থেকেই নোয়াখালীতে শক্ত অবস্থান রয়েছে দলটির। যে কারণে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন যারা করবেন, তারাই ভালো করবেন নির্বাচনে। নোয়াখালী সদর আসনের বিএনপির প্রার্থী ও দলটির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মো. শাহজাহান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভোট যদি সুষ্ঠু হয়, কোনো ধরনের রিগিং না হয়, কোনো রকম যদি বিশৃঙ্খলা না হয়, তাহলে নোয়াখালীর ছয়টা আসনই অতীতের মতো বিএনপিই জিতবে বলে আশা করি।„ শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে ভোটের মাঠে জোরেশোরে কাজ করছে জামায়াতে ইসলামী। যদিও জোটবদ্ধ নির্বাচনের কারণে দুইটি আসন ছাড় দিতে হয়েছে এনসিপির প্রার্থীদের। তবে এই জেলায় আওয়ামী লীগের একটি শক্তিশালী ভোট ব্যাংকও রয়েছে। সেই ভোটাররা ভোটের ফলাফলে ভূমিকা রাখতে পারে বলেও মনে করেন এলাকার অনেকেই।

নোয়াখালী-২ আসনে বিএনপি নেতা জয়নুল আবেদীন ফারুকের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন এনসিপির সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার। আর নোয়াখালী-৬ আসনে প্রার্থী হয়েছেন এনসিপি নেতা আব্দুল হান্নান মাসউদ। বাকি চারটি আসনেও নির্বাচনে বিএনপি ও জামায়াত ইসলামীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলছে। জেলা জামায়াতের আমির ও সদর আসনের প্রার্থী মো. ইসহাক খন্দকারের কাছে প্রশ্ন ছিল, বিএনপির শক্ত এই ঘাঁটিতে নির্বাচনে কতটা সুবিধা করতে পারবে জামায়াত? জবাবে মি. খন্দকার বলছিলেন, "আমরা জোটবদ্ধ নির্বাচন করে বিএনপির বাক্সে ভোট দিয়েছি বলেই বিএনপির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এখন আমরা তো আলাদা নির্বাচন করছি। নির্বাচনে নেমে যে

সাড়া পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে ছয়টি আসনেই জিততে পারে জামায়াত এনসিপি জোটের প্রার্থীরা।„ বিএনপি-জামায়াত-এনসিপি ছাড়াও, এবারের নির্বাচনে নোয়াখালীর বিভিন্ন আসন থেকে ভোটে লড়ছেন ইসলামী আন্দোলন, জাতীয় পার্টি, জেএসডি, বাংলাদেশ কংগ্রেসসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

উপদেষ্টাদের 'কূটনৈতিক পাসপোর্ট' জমা নিয়ে আলোচনা কেন?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব ছাড়ার আগেই কয়েকজন উপদেষ্টার 'কূটনৈতিক পাসপোর্ট' বা 'লাল পাসপোর্ট' জমা দেওয়ার বিষয়টি সম্প্রতি নানা প্রশ্ন আর কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে। সাধারণত পদত্যাগের পর এই পাসপোর্ট জমা বা সমর্পণ করার রীতি থাকলেও, কেন আগেভাগেই এই তোড়জোড়, সেটি নিয়েই মূলত আলোচনা। সম্প্রতি, কয়েকজন উপদেষ্টার 'কূটনৈতিক পাসপোর্ট' জমা দেওয়ার বিষয়টি সামনে আসে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের এক বক্তব্যে। তিনি বলেন, "মন্ত্রীদের কেউ কেউ করেছেন (কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা), কারণ এরপর তাদের বাইরে যাওয়ার প্রশ্ন আছে। পাসপোর্ট এখন থেকেই নিয়ে নিলেন, যাতে ভিসা নিতে সহজ হয়, সময়মতো যাতে নিতে পারেন, নিয়েছেন কেউ কেউ এটা ঠিক।„ যদিও উপদেষ্টা পরিষদের কে বা কতজন সদস্য কূটনৈতিক পাসপোর্ট সমর্পণ করেছেন, এটি নির্দিষ্ট করে বলেননি তিনি। এছাড়া, নিজের পাসপোর্ট এখনো জমা দেননি বলেও সাংবাদিকদের জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। মি. হোসেন বলেন, "আমি বা আমার স্ত্রী ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সারেন্ডার করিনি। আমার পাসপোর্ট এখনো আমার কাছেই আছে এবং যথারীতি ওটা বহাল আছে।„ দায়িত্বের মেয়াদ থাকা অবস্থায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর নিজের কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দেওয়ার বিষয়টি "খুব অস্বাভাবিক„ বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। নিজের কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা বা সমর্পণের বিষয়টি স্বীকার করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলছেন, "আমি দিয়ে দিয়েছি (কূটনৈতিক পাসপোর্ট)। আমি আর যাবো না কোথাও। আমি সাধারণত জরুরি কোনো মিটিং ছাড়া যাই-ও না। আমি দিয়ে দিয়েছি, অনেকেই দিয়ে দিয়েছে।„ এছাড়া, উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানও নিজের কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন বলেও জানা গেছে। বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কেন উপদেষ্টাদের অনেকে কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিচ্ছেন, এমন প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে কয়েকজন উপদেষ্টার এমন পদক্ষেপ নিয়ে সন্দেহ বা প্রশ্ন তোলার সুযোগ রয়েছে বলেই মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকে। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট সমর্পণ করার ঘটনা 'বিরল' বলেই জানান সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ।

প্রশ্ন উঠেছে যে কারণে

দায়িত্বরত অবস্থায় কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিলে বা সমর্পণ করলে আইন অনুযায়ী প্রশ্ন তোলার সুযোগ নেই। কারণ দায়িত্ব পালন শেষে দেশের বাইরে যাওয়ার প্রশ্ন থাকায় এমন পদক্ষেপ যে কেউ নিতে পারেন। তাহলে অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টার কূটনৈতিক পাসপোর্ট জমা দিয়ে সাধারণ পাসপোর্ট নেওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? এক্ষেত্রে দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটের উদাহরণ টানছেন বিশ্লেষকদের অনেকে। তারা বলছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সরকার পরিবর্তনের পর দায়িত্ব নিয়ে প্রায় দুই বছর পর, নির্বাচনের আগ মুহূর্তে উপদেষ্টা পরিষদের কয়েকজন সদস্যের এমন পদক্ষেপ মানুষের মধ্যে সন্দেহের তৈরি করতে পারে। এছাড়া, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দায়িত্ব নিয়ে উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেটিও এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সব মিলিয়ে প্রশ্ন তৈরির সুযোগ রয়েছে বলেই মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ। তিনি বলছেন, "যে সময়ে এটা করা হচ্ছে, সেটি নির্বাচনোত্তর পরিবেশের সাথে রিলেট করার তো সুযোগ আছে, সন্দেহ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে।„ তবে, এক্ষেত্রে কতজন উপদেষ্টা কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাদ দিয়ে সাধারণ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছেন, সেটি গুরুত্বপূর্ণ বলেও মনে করেন তিনি। "দুই একজন হলে সমস্যা দেখি না। কারণ অনেকে তো বিদেশে থাকেন, মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা রয়েছে। কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকলে তো এগুলোর গুরুত্ব থাকবে না। তাই আগে থেকেই একটা প্রস্তুতি নিয়ে রাখছেন,„ বলেন মি. আহমেদ। নির্বাচনের পর পরিস্থিতি কোন দিকে যায় এবং নিজেদের নিরাপত্তা ইস্যু নিয়েও অনেকের চিন্তা থাকতে পারে বলেও মনে করেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। কোনো ঝুঁকি নিতে চান না বলে আগেভাগেই উপদেষ্টারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বলে মনে করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ। তিনি বলছেন, "উনারা হয়ত মনে করেছেন, এখন দিয়ে দিলে প্রক্রিয়াটা সহজ হবে। কারণ উনারা দায়িত্বে আছেন, দায়িত্ব থেকে চলে গেলে সমস্যা হতে পারে। যারা ক্ষমতায় আসবেন, তারা কোনো বিধি-নিষেধ দিয়ে দেয় কি না, এটা তো আগে থেকে বলা যায় না।„

যদিও এতে কোনো সমস্যা দেখছেন না মি. আহমেদ। "কেউ যদি তার কূটনৈতিক পাসপোর্ট বাদ দিয়ে সাধারণ পাসপোর্ট কার্যকর করতে চান, এতে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। আইনেও কোনো সমস্যা নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন

তিনি। তবে দায়িত্ব চলমান থাকা অবস্থায় কূটনৈতিক পাসপোর্ট না থাকলে তার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা চলে আসবে। এছাড়া, এমন উদাহরণ অতীতে খুব একটা নেই বলেও জানান তিনি।

লাল পাসপোর্টের সুবিধা কী?

বাংলাদেশে পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রধান আইন হলো বাংলাদেশ পাসপোর্ট আদেশ, ১৯৭৩ এবং পাসপোর্ট বিধিমালা, ১৯৭৪। এই আইনের অধীনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ই-পাসপোর্ট ইস্যু করে, যা আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা বা আইসিএও-এর মানসম্মত। পাশাপাশি, কূটনৈতিক পাসপোর্ট বা লাল পাসপোর্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় অনুসরণীয় নীতিমালা জারি করে সরকার। এছাড়া, যোগ্যতার ভিত্তিতে এই পাসপোর্ট কারা পাবেন, সেই তালিকাও নির্দিষ্ট। বাংলাদেশ সরকার মূলত তিন ধরনের পাসপোর্ট ইস্যু করে, যা তিন রঙের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের জন্য সবুজ, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নীল এবং কূটনীতিকদের জন্য লাল রঙের পাসপোর্ট। কূটনৈতিক বা 'লাল' পাসপোর্ট সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, সচিব, এবং বিদেশে কর্মরত কূটনীতিকদের জন্য ইস্যু করা হয়। এছাড়া, দেশের বাইরে কূটনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত বা রাষ্ট্রীয় কূটনীতিতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের জন্যও এই ক্যাটাগরির পাসপোর্ট ইস্যু করতে পারে সরকার। তবে, পদ বা মেয়াদ শেষ হলে এই পাসপোর্ট বাতিল বা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। আন্তর্জাতিক দায়মুক্তি, দ্রুত কাস্টমস চেক এবং ভিসা সুবিধাসহ বেশ কিছু সুবিধা পান এই ধরনের পাসপোর্ট বহনকারীরা।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ বলছেন, "কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকলে যে-কোনো দেশে ঝট করে চলে যাওয়া যায়, বেশিরভাগ দেশেই ভিসার প্রয়োজন পড়ে না।„ তবে, কূটনৈতিক পাসপোর্ট থাকলেই সব ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে, বিষয়টি এমন নয় বলেও জানান মি. আহমেদ। তিনি বলছেন, "কেবল দায়িত্বরত কূটনীতিকরাই এটি পান। একজন কূটনীতিক যে দেশে দায়িত্বরত আছেন, সেই দেশে তিনি যে সুবিধা পাবেন, অন্য দেশে সবগুলো পাবেন না।„ এছাড়া, সরাসরি কূটনৈতিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নন, এমন ব্যক্তিরও এই ধরনের পাসপোর্ট থাকতে পারে। "মন্ত্রী, এমপি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, তারা কূটনৈতিক দায়িত্বপ্রাপ্ত নন, কিন্তু তাদেরকে কূটনৈতিক পাসপোর্ট দেওয়া হয়। ওগুলো হলো স্পেশাল ক্যাটাগরি,„ বলেন তিনি। এই ধরনের পাসপোর্টধারীদের দেশের বাইরে যেতে অফিসিয়াল জিও বা সরকারি আদেশ লাগে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে মি. আহমেদ বলেন, কূটনৈতিক পাসপোর্ট পাওয়া মানেই তিনি সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা কূটনীতিক। বিদেশে যাওয়ার সময় একটি লেটার অব ইনট্রোডাকশন সরকার দেয়, যেটি জিও হিসেবে গণ্য হয়। তবে "কূটনৈতিক হিসেবে কোনো দেশে একজন দায়িত্বরত অবস্থায়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে চান, তখন আর জিও প্রয়োজন নেই,„ বলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৪.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

অভ্যুত্থানের পাঁচ বছর পর জাপানে অবস্থানরত মিয়ানমারের বাসিন্দাদের টোকিওতে সমাবেশ

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ঠিক পাঁচ বছর পর, জাপানে বসবাসকারী শত শত মিয়ানমারের বাসিন্দারা রবিবার টোকিওতে একটি সমাবেশ করেছেন। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের সেনাবাহিনী পূর্ববর্তী বছরের নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির অভিযোগে গণতন্ত্রপন্থি নেত্রী অং সান সু চিকে আটক করে। পঞ্চম বার্ষিকীতে, প্রায় ৬০০ জন মানুষ, যাদের বেশিরভাগই মিয়ানমারের নাগরিক, তারা অং সান সু চি এবং অন্যান্যদের মুক্তির দাবিতে টোকিও,র রাস্তায় নেমে আসেন। বিক্ষোভকারীরা জাপান সরকারের কাছে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফলকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্যও আবেদন করেছেন, কারণ জান্তা গণতন্ত্রপন্থি দলগুলিকে ভোট থেকে বাদ দিয়েছে। পরে বিক্ষোভকারীরা "মিয়ানমারের স্বাধীনতা„ স্লোগান দিতে দিতে মিয়ানমার দূতাবাসের দিকে মিছিল করে অগ্রসর হন। ৩১ বছর বয়সি একজন মিয়ানমারের নাগরিক বলেন, তার দেশের মানুষ গত পাঁচ বছর ধরে জান্তা কর্তৃক যতই নিপীড়িত হোক না কেন, বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, তিনি আশা করেন যে, মিয়ানমার এমন একটি জাতিতে পরিণত হবে, যেখানে তরুণরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। ২০ বছর বয়সি একজন অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তিনি তার দেশের মানুষের জীবন উন্নত করতে সাহায্য করতে চান। তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর আক্রমণের সময় তিনি মিয়ানমারে তার বাড়ি হারিয়েছেন।

(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ০৪.০২.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বাড়ছে

জাতীয় সংসদ নির্বাচন কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা বেড়েই চলেছে বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)। সংস্থাটি জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে রাজনৈতিক সহিংসতায় হতাহতের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। মঙ্গলবার আসক থেকে পাঠানো এক সংবাদ

বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে রাজনৈতিক সহিংসতার ১৮টি ঘটনা ঘটে, যাতে ২৬৮ জন আহত এবং ৪ জন নিহত হন। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে। রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৫টিতে, এতে ৬১৬ জন আহত এবং ১১ জন নিহত হন বলে আসক জানিয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর ও ২২ জানুয়ারি থেকে প্রচার শুরু হওয়ার পর সংঘর্ষের মাত্রা বেড়ে যায়। আসক জানায়, শুধু ২১ থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই ৪৯টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। যাতে ৪১৪ জন আহত এবং ৪ জন নিহত হন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, সহিংসতার প্রবণতা ততই উর্ধ্বমুখী। এছাড়া, সাংবাদিকরাও হামলার শিকার হচ্ছেন। আসকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ১১ জন সাংবাদিক বাধা বা হামলার মুখে পড়েন, যা জানুয়ারিতে বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ জনে। দেশের এই ক্রমবর্ধমান সহিংস পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আসক। সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সহনশীলতা ও সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে আসক-এর পক্ষ থেকে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

রাজনীতিতে ফেরার চেষ্টায় ভারতে থাকা আওয়ামী লীগ নেতারা

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং দলটির শত শত নেতা প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেন। নির্বাচনে জালিয়াতি, দুর্নীতি, অর্থ পাচারসহ নানা অভিযোগ দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানের সময়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য এরই মধ্যে দলটির প্রধান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফাঁসির রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কী ভাবছেন দলটির প্রথম সারির নেতারা? ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ভারতে নির্বাসিত আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাদের রাজনৈতিক ভাবনা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফিরে আসতে নানা ধরনের পরিকল্পনা করছেন তারা। এমনকি, দলটির প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ফিরে আসবে বলে তাদের বিশ্বাস। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় আওয়ামী লীগের ৬০০-এরও বেশি নেতা অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান। দলীয় কৌশল নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনার জন্য গত এক বছরে সাবেক সংসদ সদস্য, মন্ত্রিসভার সদস্যসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়মিত কলকাতা থেকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে আছেন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন। তিনি বলেন, "আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আমাদের লোকজনের সঙ্গে, আমাদের কর্মী-সমর্থক, দলের নেতা, তৃণমূল পর্যায়ের নেতা এবং অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য তিনি দলকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছেন।„ সাদ্দাম বলেন, "তিনি (শেখ হাসিনা) কখনও কখনও দিনে ১৫ বা ১৬ ঘণ্টা ফোন কল ও বৈঠকে ব্যস্ত থাকেন। আমাদের নেত্রী খুবই আশাবাদী, তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন। আমরা বিশ্বাস করি, শেখ হাসিনা বীরের বেশে ফিরবেন।„

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৪.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

সেই শিশুর খোঁজ নিলেন প্রধান উপদেষ্টা, হাসপাতালে গেলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেই শিশু গৃহকর্মীর চিকিৎসার খোঁজ নিয়েছেন বাণিজ্য এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপদেষ্টা হাসপাতালে যান। এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও বিমানের এমডি ড. হুমায়রা সুলতানা, গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলম হোসেন এবং হাসপাতালের পরিচালক ডা. আমিনুল ইসলাম সঙ্গে ছিলেন। উপদেষ্টা ওই শিশুর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকদের কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজ নেন। উপস্থিত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি শিশুটির চিকিৎসার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ রিহাব)

ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সতর্কতার নির্দেশ নৌবাহিনী প্রধানের

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে নৌবাহিনী 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার,-এর আওতায় ১৬টি সংসদীয় আসনে ২৫টি উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছে। এ প্রেক্ষিতে বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান কুতুবদিয়া ও সন্দ্বীপ পরিদর্শন করেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিদর্শনকালে নৌবাহিনী প্রধান নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত নৌ-কন্টিনজেন্টের সার্বিক কার্যক্রম, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। কুতুবদিয়া ও সন্দ্বীপ পরিদর্শনকালে নৌবাহিনী প্রধান অসামরিক প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ রিহাব)

গুপ্ত সংগঠনের ব্যক্তিরা নতুন জালেমে পরিণত হয়েছে : তারেক রহমান

স্বৈরাচারের মতোই গুপ্ত সংগঠনের ব্যক্তিরা নতুন জালেমে পরিণত হয়েছে। যাদের কাছে দেশের মা-বোনরা নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বুধবার বরিশাল নগরীর বেলস পার্ক মাঠে নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, বাংলাদেশ চলবে জনগণের রায়ের মধ্যদিয়ে। আগামী ১২ তারিখ জনগণ তাদের জবাবদিহির সরকার নির্বাচিত করবে। কিন্তু ৫ আগস্টের পরে দেখেছি, স্বৈরাচার যে ভাষায় জনগণকে কথা বলত, গুণী মানি ব্যক্তিকে অপদস্থ করত, মানুষকে ছোটো করত, দুঃখের সঙ্গে খেয়াল করলাম, সেই রীতি বন্ধ হয়নি। একটি দল গুপ্ত পরিচয়ে পরিচিত। এই গুপ্তরা এখন নতুন জালেমের ভূমিকায় আবির্ভাব হয়েছে দেশের মানুষের কাছে। তিনি বলেন, অত্যন্ত কষ্ট ও ঘৃণার সঙ্গে দেখছি, এই জালেমদের নেতা প্রকাশ্যে নারীদের নিয়ে অত্যন্ত কলঙ্কিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেই নেতা ও কর্মীরা মা-বোনদের জন্য সম্মান দেখায় না, শ্রদ্ধা নেই, মা-বোনদের প্রতি, তাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ আত্মসম্মানসূচক আচরণ আশা করতে পারে না। তাদের কাছে মানুষের মর্যাদা নেই। তারেক রহমান বলেন, গুপ্তদের কুমিল্লা জেলার একজন নেতা বলেছেন, ১২ তারিখ পর্যন্ত জনগণের পা ধরবেন, ১২ তারিখের পর জনগণ তাদের পা ধরবে। কোন পর্যায়ের মানুষ তারা, কোন পর্যায়ের মানুষ হলে জনগণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে, মানুষকে কীভাবে তারা ট্রিট করছে, তাদের মানসিকতা কোন পর্যায়ের, তা বেরিয়ে এসেছে। এরা নির্বাচিত হলে জনগণের ভাগ্য কী দুর্বিষহ জীবন নেমে আসবে, তা বোঝা যায়। তাই গুপ্তদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে, তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। স্বৈরাচার সরকারের সঙ্গে তারা প্রতিবারই একসঙ্গে ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারা হলো মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ৭১, ৮৬, ৯৬-সহ বিগত ১৫ বছর তাদের সঙ্গে ছিলেন তারা। বরিশালের সমস্যাগুলোর বিষয়ে তিনি বলেন, বরিশালে নদীভাঙন সবচেয়ে বড় সমস্যা, বেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। অনেক কাজ রয়ে গেছে, এই কাজগুলো করতে হলে জনগণকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেন, অনেক কাজ বিএনপির আমলে শুরু হয়েছিল, যা শেষ করা যায়নি। অনেক কাজ জমে গেছে, সমাধান করতে হবে। বিএনপি জয়ী হলে এসব সমস্যার সমাধানে কাজ করতে চাই।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ আসাদ)

মব ভায়োলেন্স বলে কোনো কিছু নেই : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, "মব ভায়োলেন্স বলে কোনো কিছু নেই। পুলিশের মধ্যে কোনো ভীতি কাজ করছে না। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে।„ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে রাজশাহী কারা প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি মিলনায়তনে, নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগ দেওয়ার পর তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, কোনো প্রার্থী অশোভন আচরণ করলে ও সেটি সমাজে প্রকাশ পেলে এমনিতে কোণঠাসা হয়ে যাবে। বেশি কিছু করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।„ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, নির্বাচনে কোনো সহিংসতা হবে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর প্রস্তুতি ভালো। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবৈধ অস্ত্র নিয়মিত উদ্ধার হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ আসাদ)

আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ৪৮ শতাংশের পছন্দ বিএনপি : সিআরএফের গবেষণা

জাতীয় নির্বাচনে সাবেক আওয়ামী লীগ সমর্থকদের প্রায় ৪৮ শতাংশ এখন বিএনপিকে সমর্থন করছে। ৫২ শতাংশ মানুষ অন্য কোনো প্রার্থীদের বেছে নিতে পারেন। `আনকাভারিং দ্য পাবলিক পালস, শীর্ষক এ গবেষণায় ভোটারদের রাজনৈতিক মনোভাব ও নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। বুধবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন সিআরএফ ও বাংলাদেশ ইলেকশন অ্যান্ড পাবলিক ওপিনিয়ন স্টাডিজ বিইপিওএস যৌথভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ আসাদ)

ভিসা-টিকিট থাকলেও, বোর্ডিং পাস মিলছে না যুক্তরাজ্যগামী যাত্রীদের

বৈধ ভিসা, নিশ্চিত টিকিট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকার পরও, যুক্তরাজ্যগামী অনেক যাত্রীকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হচ্ছে না। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত এক সপ্তাহে অন্তত ৪০ জন যাত্রী চেক-ইন কাউন্টার থেকেই ফিরে গেছেন বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। একই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেরও অনেক যাত্রী। ভুক্তভোগীরা বলছেন, বোর্ডিং পাস ইস্যুর সময় এয়ারলাইন্সের কম্পিউটার স্ক্রিনে `চেক-ইন রেসট্রিকটেড, কনট্রাক্ট ইউকে বর্ডার ফোর্স, লেখা বার্তা দেখাচ্ছে। এরপর আর বোর্ডিং পাস দেওয়া হচ্ছে না। এতে প্রবাস ফেরত যাত্রীরা বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। অনেকে পরিবার রেখে দেশে এসে আটকা পড়ায় তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ও ভোগান্তি। বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এটি বাংলাদেশের কোনো

অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়। যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সিস্টেমজনিত জটিলতার কারণে এমনটি ঘটছে। তবে, বিষয়টি সমাধানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কাজ করছে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ আসাদ)

পোস্টাল ভোট; ব্যালট পেলো ৬ লাখ ৬২ হাজার ১৯১ ভোটার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে পোস্টাল ভোট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভোটারদের ভোটদান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এতে জানানো হয়েছে, ইতোমধ্যে ৬ লাখ ৬২ হাজার ১৯১ জন ভোটারের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। বুধবার নির্বাচন কমিশন থেকে এই তথ্য জানানো হয়। ইসি জানায়, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভোটারদের মধ্যে ৬ লাখ ৬২ হাজার ১৯১ জনের কাছে ব্যালট পাঠানো হয়েছে। ব্যালট গ্রহণ করেছেন ১ লাখ ৭০ হাজার ৯৮৯ জন। ইতোমধ্যে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান সম্পন্ন করেছেন ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৯১ জন। পোস্ট অফিস/ডাক বাক্সে জমা দেওয়া হয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ১৬৫টি ব্যালট। এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা ব্যালট গ্রহণ করেছেন ১২ হাজার ৯১৫টি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ আসাদ)

৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ : গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলী সাইফুজ্জামান বরখাস্ত

অর্থ আত্মসাৎ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) মো. সাইফুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) তাকে বরখাস্ত করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের জন্য রেকর্ড ভবন নির্মাণ প্রকল্পে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি এ প্রকল্প থেকে ৬ কোটি ৩১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ রিহাব)

অনুরোধেও মন গলেনি শ্রমিক নেতাদের, সরকারকে আলোচনার আহ্বান ব্যবসায়ীদের

চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের শ্রমিক কর্মবিরতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীরা। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নগরীর আগ্রাবাদ হোটেলের লবিতে উপস্থিত সাংবাদিকদের এ উদ্‌বেগের কথা জানান তারা। এ সময় তারা এনসিটি নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার বিষয়ে সরকারকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানান। সভায় বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ ইপিজেড ইনভেস্টরস অ্যাসোসিয়েশন (বেপজিয়া), সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং আন্দোলনকারীদের পক্ষে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এর আগে, এদিন দুপুর আড়াইটায় আগ্রাবাদ হোটেলের কর্ণফুলি হলে আন্দোলনকারী শ্রমিকদল নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ব্যবসায়ী নেতারা। এ সময় দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে এবং জাতীয় নির্বাচন ও রমজান সামনে রেখে সংকটকালীন আন্দোলন পরিহার করার জন্য শ্রমিক নেতাদের অনুরোধ জানালেও, তারা তাদের দাবির পক্ষে অনড় থাকেন। শ্রমিক নেতারা বদলিসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার ও এনসিটি ইজারার সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে আলোচনার প্রস্তাব দেন ব্যবসায়ীদের।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ রিহাব)

নির্বাচনের পর যতদ্রুত সম্ভব দায়িত্ব হস্তান্তর করবে সরকার

প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছেন, নির্বাচনের পর যতদ্রুত সম্ভব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া স্ট্যাটাসে এ কথা জানান তিনি। ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, নির্বাচনের পরও অন্তর্বর্তী সরকার আরও ১৮০ কার্যদিবস ক্ষমতায় থাকবে- এমন প্রচারণা যারা চালাচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। এরা ক,দিন আগেও নির্বাচন নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। এখন যখন দেখছে নির্বাচন যথাসময়ে হচ্ছে, তখন তারা নতুন ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়েছে। উপ-প্রেস সচিব আরও বলেন, তারা লক্ষ্য করেছেন, এ ধরনের অসৎ প্রচারণায় অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তবে বাস্তবে এ ধরনের বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই। নির্বাচনের পর যতদ্রুত সম্ভব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৪.০২.২০২৬ রিহাব)

BBC

RUSSIAN ATTACKS ON UKRAINE ENERGY SITES 'PARTICULARLY DEPRAVED'

Russia's attacks on Ukraine's energy sector on Monday night - as temperatures dropped to -20C - were "barbaric" and "particularly depraved", UK Prime Minister Sir Keir Starmer has said. He made the comments after speaking to US President Donald Trump hours after Russia hit power plants and critical infrastructure in the capital, Kyiv, and elsewhere. It

comes at the end of a week-long pause that Trump had asked Russia's President Vladimir Putin to observe as a fierce cold swept Ukraine. Trump told reporters that Putin had "kept his word" and that he would like him to end the war. US envoys are meeting Ukrainian and Russian negotiators in Abu Dhabi to discuss details of a peace plan.
(BBC News Web Page: 04/02/26, FARUK)

ISRAELI STRIKES KILL 20 IN GAZA, HOSPITAL SAY

At least 20 Palestinians have been killed in Israeli strikes in the north side south of Gaza, hospitals say. Israel's military said it happened after "terrorists" opened fire in the north of the Strip, seriously wounding a soldier during an operation near the Yellow Line, which marks territory controlled by Israel under the three-month-old ceasefire agreement with Hamas. It added that armoured units and aircraft conducted precise strikes in the area in response to what it considered a "blatant violation" of the truce. Hospital officials said six children were among those killed in the Gaza City and Khan Younis areas.
(BBC News Web Page: 04/02/26, FARUK)

SAIF AL-ISLAM GADDAFI, SON OF EX-LIBYAN LEADER, REPORTEDLY SHOT DEAD

Saif al-Islam Gaddafi, son of Libya's former leader Col Muammar Gaddafi, has reportedly been shot dead. The death of the 53-year-old, who was once widely seen as his father's heir apparent, was confirmed by the head of his political team on Tuesday, according to the Libyan News Agency. His lawyer told the AFP news agency a "four-man commando" unit carried out an assassination at his home in the city of Zintan, though it was not clear who may have been behind the attack. In a competing version of events, his sister told Libyan TV that he had died near the country's border with Algeria.
(BBC News Web Page: 04/02/26, FARUK)

COLLISION WITH GREEK COAST GUARD BOAT LEAVES 15 MIGRANTS DEAD

At least 15 migrants have died after a speedboat carrying them collided with a Greek coast guard vessel off the coast of the island of Chios late on Tuesday. Greek authorities said the speedboat was making dangerous manoeuvres and that a pursuit was under way at the time of the collision in the Chioa Strait, near the village of Vrontados. Twenty-four people were rescued, some of whom were seriously injured, and others are reportedly still missing. Confirming the collision, the coast guard said the speedboat had capsized and sunk. Searches in the area continued on Wednesday. (BBC News Web Page: 04/02/26, FARUK)

LEADER OF SOUTH AFRICA'S SECOND LARGEST PARTY TO STEP DOWN

South Africa's Democratic Alliance (DA) leader John Steenhuisen has said he will not seek re-election as the party's leader in April - a move that may threaten the stability of the coalition government. The DA, South Africa's second largest party, entered into a coalition with its arch rival the African National Congress in 2024 after the ANC lost its parliamentary majority. Steenhuisen took over leadership of the pro-business DA in 2019 and currently serves as agriculture minister in President Cyril Ramaphosa's government. The 49-year-old was widely expected to run again but was reportedly forced to abandon his bid because of several controversies. (BBC News Web Page: 04/02/26, FARUK)

US SAYS IT SHOT DOWN IRANIAN DRONE FLYING TOWARDS AIRCRAFT CARRIER

An Iranian drone was shot down as it "aggressively approached" an American aircraft carrier in the Arabian Sea on Tuesday, a US military spokesman has said. An F-35C stealth fighter jet which took off from the USS Abraham Lincoln warship shot down the drone "in self-defence" to protect the aircraft carrier and its personnel, US Central Command spokesman Capt Tim Hawkins said. The ship was approximately 500 miles from the Iranian coast when the drone approached it with "unclear intent". No US equipment was damaged and no service members were harmed. (BBC News Web Page: 04/02/26, FARUK)

:: THE END::